শুভ বিজয়া

আলিপুর বার্তার সকল পাঠক, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল আলিপুর বার্তার **নতুন নিউজ পোর্টাল** দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৮ আশ্বিন – ৩ কার্তিক, ১৪২৯ ঃ ১৫ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 1, 15 October - 21 October, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গার্ডেনরিচে ইডির টাকা উদ্ধার মামলায় গাজিয়াবাদ থেকে পুলিশ ধরে ভুয়ো গেমিং অ্যাপ কারবারের হোতা আমির খানকে।

হেফাজতে থাকার শেষ দিনে কোর্টে তুলে অন্য একটি মামলায় তাকে ফের হেফাজতে চায় পুলিশ। বিচারক সব শুনে ২১ অক্টবর পর্যন্ত আমিরকে পুলিশ হেফাজতে পাঠান।

রবিবার : বর্ষার হিসাব এবারও বলে দিল আলিপুর বার্তার আশংকা

সত্যি করে স্বাভাবিক বর্ষার অপমৃত্যু ঘটেছে। এবার মধ্য ভারত এমনকি মরু অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলেও গাঙ্গেয় ভারত বৃষ্টি পায়নি। আবহাওয়াবিদরা নানা নিম্নচাপের গল্প শোনালেও আসলে যে মরু অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর পাল্টে গিয়েছে তা স্বীকার করার স সাহস নেই সরকারি বিশেষজ্ঞদের।

সোমবার: পুজোর পরে প্রাথমিকে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে পর্ষদ, কিন্তু তার জন্য দিতে হবে নতুন করে ইন্টারভিউ।

এ তে ই বেঁকে বসেছে ২০১৪ সালে পাশ করে চাকরির অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীরা। তারা ২০১৭ সালের সঙ্গে ইন্টারভিউতে বসতে নারাজ। ফলে আবার একটা জটিলতা তৈরি হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার: খিদিরপুর একবালপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে প্রথমদিকে নীরব

থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করলো ৪০ জনকে। এদিকে একবালপুর থেকে বহু দূরে চিংড়িঘাটার মোড়ে একবালপুর যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হলো বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। প্রতিবাদে সারা বাংলায় শুরু হোলো পথ অবরোধ, আইন অমান্য কর্মসূচি।

বুধবার : নানা টালবাহানার পর অবশেষে ইডির হাতে ধরা পড়লেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও নাকাশিপাড়ার বর্তমান বিধায়ক তৃণমূল দলের নেতা মানিক

ভট্টাচার্য। এখনও তিনি আদালতের নির্দেশে রয়েছেন ইডির হেফাজতে। তবে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে সূত্রের খবর।

বৃহস্পতিবার: মেদিনীপুরের তাজপুরে সমুদ্র বন্দর গড়ার

ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার। বিজয়া সম্মিলনীর দিন মুখ্যমন্ত্রী নিজে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির ছেলে কর্ণ আদানির হাতে তুলে দেন লেটার অফ কনটেন্ট। এতে কর্ম সংস্থান বাড়বে বলে মনে করছে সরকার।

শুক্রবার : হিজাব মামলায় একমত হতে পারলেন না সুপ্রিম

কোর্টের দুই বিচারপতি। ফলে বেরোলো না চূড়ান্ত রায়। মামলা গেল প্রধান বিচারপতির কাছে। তিনি নতুন বেঞ্চ গঠন করবেন। তারপর শুনানির দিন ঠিক হবে। ততদিন বজায় থাকছে কর্ণাটক সরকারের হিজাবে নিষেধাজ্ঞা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

হাইকোর্টের কড়া পদক্ষেপের জেরে অসৎ পথে চাকরি পাওয়া শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ঘোর সংকটে

কুনাল মালিক

: হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি প্রমান করেছেন ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। গত ২৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কড়াভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যারা অবৈধভাবে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি এবং একাদশ দ্বাদশে চাকরি পেয়েছেন, তারা অবশ্যই ৭ নভেম্বরের মধ্যে ইস্তফা দিন। তা না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে তারা কোন দিনই সরকারি চাকরিতে পরীক্ষা দিতে পারবেন না। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। সূত্রের খবর হাইকোর্টের এই কড়া পদক্ষেপে জেলায় জেলায় অবৈধ ভাবে চাকরি পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীরা এখন ঘোর সংকটে পড়েছেন। অনেকে ইতিমধ্যেই পুজোর ছুটির আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। অনেকে ইস্তফা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। আবার অনেকেই এখন ভেবে উঠতে পারছেন না কী করবেন। সূত্রের খবর জেলার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে 'মেইল' মারফৎ অবৈধ চাকরিজীবীদের নাম চলে এসেছে। ইস্তফা দেওয়া এক শিক্ষাকর্মী জানালেন, তিনি মোটা টাকার বিনিময়ে এই চাকরি পেয়েছিলেন এক নেতা দালালের কাজ করেছিল। এখন ভাবছি তার বাড়ির সামনেই পরিবার পরিবর্গ নিয়ে ধর্নায় বসবো। দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকায় একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে ৫-৯ জন গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি'-র শিক্ষাকর্মী ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে বিচারপর্ব চলছে এখনও চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হয়নি। তা সত্ত্বেও জেলায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নাকি ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন বলে খবর। তবে অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তণ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য গ্রেফতার হবার পর অনেক নেতারই নাকি রাতের ঘুম উড়ে গেছে। এই চিত্র গোটা রাজ্য জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে।

শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয় একই খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে। ইতিমধ্যে যে ১৮৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে তাদের বরখাস্তের চিঠি যেতে শুরু করেছে স্কুলে স্কুলে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম বিভিন্ন স্কুলে যে চিঠি পৌঁছাচ্ছে তাতে অবৈধভাবে চাকরি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চিঠি আসার অনেক আগে থেকেই সেই সব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা অনুপস্থিত হতে শুরু করেছে। এমনকি ভাড়া বাড়িও ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়েছেন স্কুলের আশপাশ থেকে। তবে যাদের ভাগ্য ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা পালিয়ে বাঁচছেন কিন্তু সব থেকে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন যাদের নামে এখনও বরখাস্তের চিঠি দেওয়া হয়নি। শাখের করাতের মতো দিন গুনছেন তারা। স্কুলে অনুপস্থিত হলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে অবৈধ নিয়োগের ছবি। আবার স্কুলে থেকে নিয়মিত ক্লাস করলে সকলের সন্দেহের ভাগীদার হতে হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত মানসিক পরিস্থিতি। এর পর হয়তো কারা স্কুলে অনুপস্থিত থাকছেন তার তালিকাও চেয়ে পাঠানো হবে কর্তৃপক্ষের তরফে।

শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাড়াও গ্রাম বাংলার ছোট বড়ো নেতারাও দিন গুনছেন অশনি সংকেতের অপেক্ষায়। অবৈধভাবে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি ইস্তফা দিয়ে নেতাদের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাতে উপস্থিত হন তাহলে সারে সর্বনাশ। ভাগ বাটোয়ারা করার পর টাকা ফেরত দেওয়া মুশকিল আবার যদি তদন্তের সুতো গড়াতে গড়াতে এজেন্ট হিসাবে কাজ করা নেতা কর্মীদের বাড়িতে তদন্তকারীরা পৌঁছে যান

অনেকেই গোপনে ইস্তফা দিয়েছেন

তাহলে বিপদ আরও বাড়বে। যেভাবে নিয়োগ দুর্নীতির আকাশ ক্রমশ মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে তাতে বাঁচা খুব মুশকিল। একথা বুঝে গিয়েছেন সবাই। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন শাসক দল চাইছে এক জোট হয়ে নেতা কর্মীরা লড়ার প্রস্তুতি নিক কিন্তু সৎআর অসৎ কর্মী গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে এলাকা। ইতিমধ্যেই নানা গোষ্ঠী দ্বন্দের ছবি ফুটে উঠছে জেলায় জেলায়। বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানও বাদ যাচ্ছে না। সকলেই চাইছে কলকে পেতে। সামনে রয়েছে নতুন তৃণমূলের ডাক। ইডি সিবিআইয়ের সোরগোলে সে ডাকও এখন মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ায়।

সব মিলিয়ে মানুষ চাইছে স্বস্তি। সারদা, নারদ, এসএসসি প্রাথমিক শিক্ষা গরু বালি পাথর পাচার বাংলার সামাজিক জীবনে যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে তাতে বাঙালির কনফিডেন্সটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। সবাই চাইছে দ্রুত এই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে। সবই তদন্তকারী সংস্থার হাতে। তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাকে এর থেকে মুক্তি দেবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

শিল্পাঞ্চল ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে মৃত নগরীতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বারাকপুর

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে একসময় ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হতো। সেই শিল্পাঞ্চলের জীবন-জীবিকা আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, হতাশাক্লিষ্ট। অথচ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কোটি কোটি টাকার শোভাযাত্রা বা কার্নিভাল বের করে সদর্পে ঘোষণা করেছেন, 'একমাস আগেই পুজো শুরু হয়ে গেল।' এমনকি দুর্গাপুজোর প্রায় পনেরো দিন আগে থেকেই তিনি উদ্বোধনও শুরু করেন বিভিন্ন পুজো প্যাণ্ডেলগুলিতে। এ সত্ত্বেও এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল জুড়ে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা উৎসব মরসুমে এহেন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমগ্র শিল্পাঞ্চল যেন এক বৈষম্যের শিকার।

এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কারস ইউনিয়ন-এর সম্পাদক অমল সেন বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়েই উৎসব মরসুমের সূচনা হয়। বিশ্বকর্মা পুজো একান্তভাবেই শ্রমিকদের উৎসব। এই একটি মাত্র দিনেই সমস্ত কলকারখানার গেটগুলি খোলা থাকে। গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ঠাকুর দেখতে বেরোয়। জনস্রোতের ঢল নামে। এবার সেই দৃশ্য আর দেখা গেল না। কিছু মানুষ যে বেরোয়নি তা নয়। তবে অধিকাংশ পরিবারই বেরোয়নি। কারণ বিটি রোড ও ঘোষপাড়া রোডের দুপাশ দিয়ে অসংখ্য বন্ধ কলকারখানা কঙ্কালের মতো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সারিতে রয়েছে টেক্সম্যাকোর ব্রেড, উইমকো, শ্রীকৃষ্ণ রবার, কমলা রোলিং মিল, হিমানি, টিটাগর পেপার মিলস, ন্যাশনাল রাবার, হিন্দুস্থান লিভার। আর চটকলগুলির মধ্যে রয়েছে গৌরীপুর জুট মিল, নদিয়া জুট মিল, প্রবর্তক জুট মিল, ওয়েভারলি জুট মিল, আলেকজান্ডার জুট মিল, খড়দহ জুট মিল, ফেনিসন জুট মিল এবং

রিলায়েন্স জুট মিল। মোট ২২টি জুটমিলের মধ্যে বাকিগুলি চলছে ধুঁকে ধুঁকে। বেলঘরিয়ার মোহিনী জুট মিলের জমি নিয়ে চলছে প্রোমোটারদের দড়ি টানাটানি। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ উঠে গেছে। বারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে মোহিনী, অন্নপূর্ণা, বঙ্গশ্রী, বঙ্গোদয়, বাসন্তী, স্বদেশী ইত্যাদি ২০টিরও বেশি কটন মিল বা কাপড় কল ছিল। বন্ধ আছে নিক্কো ইঞ্জিনীয়ারিং টায়ার কর্পোরেশনও। আজ এগুলি বেকারি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং মন্দার আক্রমণে হারিয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে যে সমস্ত চটকলগুলি চালু আছে, সেগুলি প্রসঙ্গে অমলবাবু বলেন, 'এ সমস্ত জুটমিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক হল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এই সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের জন্য কোনও সরকারি অনুমোদন লাগেনা। এইসব চটকলগুলিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করতে আসতেন। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রায় দশটি চটকলে শ্রমিক সংখ্যা এক একটিতে প্রতিদিন প্রায় দু' থেকে তিন হাজার শ্রমিক কাজ করলেও কোনও স্থায়ী শ্রমিক নেই। আছে বদলি শ্রমিক, চুক্তি শ্রমিক, ভাউচার শ্রমিক, ডেইলি পেইড, বেনামদার শ্রমিক, ভাগাওয়ালা শ্রমিক ইত্যাদি। এরা মূলতঃ কাজ করে স্বীকৃতিবিহীন, অধিকারহীন শ্রমিক হিসেবে। এদের কোনও পিএফ, ইএসআই, বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পেনশন নেই। নেই সামাজিক সুরক্ষাও। যারা পিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটির টাকা পায়, মালিকরা তা আত্মসাৎ করে। প্রায় সাড়ে চার বছর বন্ধ থাকা গোলন্দপাড়া জুট মিলে ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আসলে বহু মিল মালিকরা লোকসানের অজুহাতে কলকারখানা বন্ধ করে প্রোমোটিং বা অবাসন শিল্পে ঝুঁকে পড়ছেন। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও ঘটছে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ। ফলে ক্ষুদ্র শিল্প গিলে খাচ্ছে কর্পোরেটরা। এ সমস্ত কারণে বারাকপুর শিল্পাঞ্চল আজ মরণাপন্ন। উৎসবের আনন্দেও তাই ভাটা পড়েছে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকাতেও।

লটারি ভাউচার কমানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

যাদের হাত ধরে ভাগ্য দেবতা অনেক দরিদ্র মানুষ কোটিপতি হয়েছেন। তারাই আজ রাস্তায় নেমেছেন। বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে লটারি সংস্থার বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রতিবাদে সামিল হলো লটারি বিক্রেতারা। বিগত ১০ অক্টোবর থেকে সেলারদের ভাউচার অর্ধেক করে দিয়েছে একটি লটারি সংস্থা। এতেই বেজায় চটেছেন লটারি বিক্রেতারা। তাদের কথায় লটারি নিয়ে দুর্নীতি করছে লটারি সংস্থা। ক্রেতারা টিকিট কাটলে প্রাইজ হচ্ছেনা এবং প্রথম পুরস্কার প্রায়ই রিটানে খেলাচ্ছে। যার কারনে এমনিতেই লটারি বিক্রি কমেছে। তার উপর বিক্রেতাদের

প্রাইজ কমিশন কমিয়ে দেওয়ায়। কিভাবে সংসার চালাবেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না লটারি বিক্রেতারা। এদিন লটারী বিক্রেতেরা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের সমস্যার কথা জানান।

লটারি বিক্রেতা জুলফিকার সেখ, রফিক সেখ, রাজু দাস'রা জানায় লটারি বাজার মন্দ হওয়ায় সংসার চালাতে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় থাকবে না। তারা এই বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানান। আন্দোলন কারীদের প্রধান বাপ্পাদিত্য রায় জানান আমরা দীর্ঘদিন ধরে লটারি ব্যবসার সাথে যুক্ত রয়েছি। আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয় লটারি বিক্রী করে দিয়ে। আমরা ঝড় জল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে লটারি বিক্রি করে কোম্পানির হাতে কোটি কোটি টাকা তুলে দিচ্ছি। আর কোম্পানি আমাদের সাথে প্রতারনা করে যাচ্ছে। যতদিন না আমাদের পুরোনো ভাউচার ফিরিয়ে দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে, প্রয়োজনে আমরা কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হবো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর মহকুমা অন্তর্গত মহেশতলা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় হঠাৎ বিস্ফোরণ স্থল ফরেনসিক অফিসাররা। পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নানা সরঞ্জাম, গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেন। এখনও বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। ছবি : অরুণ লোধ

বিক্রি হয়ে গেল বাঙালির ভাবনা

ওঁকার মিত্র

সম্প্রতি সাড়া ফেলে দেওয়া এক বিচারপতি টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বাঙালির ভাবনা নিয়ে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে রেখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উক্তি 'ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো'। বাঙালি চিরকালই হার্ড থিঙ্কার। কঠিন ভাবনা ভাবতে বাঙালির জুড়ি নেই। তাইতো মহামতি গোখলে বলেছিলেন 'বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো'। বাঙালির সব থেকে বড়ো উৎসব দুর্গা পুজোতেও অতীতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন সাম্প্রতিক ভাবনা। যাকে পরবর্তীকালে আমরা থিম বলে অভিহিত করেছি।

এবারে ২০২২-এ দাঁড়িয়ে ইউনেস্কো যখন কলকাতার দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিল তখন দেখা গেল সেই বাঙালি পাল্টে গিয়েছে। ছোট বড়ো অসংখ্য প্যান্ডেল তৈরি হলো দেদার পয়সা আর শিল্প সুষমায় কিন্তু কেউই বাঙলার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে

মেলাতে পারল না নিজেদের। কোনও প্যান্ডেলেই ফুটে উঠল না বাঙালির হার্ড থিংকিং। কোথাও স্থান পেল না ক্ষয়ে যাওয়া বাঙালির শিক্ষা ভাবনা রাস্তায় পড়ে থাকা যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের কথা। জেলে জেলে যখন বন্দি অপরাধীদের জন্য দুর্গা পুজোর স্পেশাল মেনু তৈরি হলো তখন কারোর মনে পড়ল না রাস্তায় যারা বসে আছে তাদের কাছে এক ভাঁড় ভোগ প্রসাদ পৌঁছে দিতে। বরং হেরিটেজ পুজোর কৌলিন্য প্রকাশ করতে সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো আন্দোলনে বসে থাকা শুকিয়ে যাওয়া বাঙালির মুখগুলোকে। চাকরি প্রার্থীরা প্রশ্ন তুললেন, কার অপরাধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়া এই উৎসবে আমরা শবদেহের মতো পড়ে রইলাম সাদা চাদরে ঢেকে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই বরং দুর্নীতি আর স্বজন পোষণের বাঙলায় এখন সে হৃদয় হারিয়ে গিয়েছে।

এক শ্রেণির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন পুজোয় বাঙালির ভাবনা বিক্রি হয়ে গেল অনুদানের দামে। সরকারি আর্থিক সুবিধা পাওয়া কারোর ক্ষমতা ছিল না বাঙালির বর্তমান অবক্ষয়ের দিকে উৎসবের আলো পৌঁছে দেওয়ার। বাঙালি এখন পুজোয় হৃদয়হীন ব্যবসা করতে শিখেছে। পুজো এখন কর্পোরেট। পুজো এখন বিপণন। পুজো এখন সরকারি অনুদানের শিকার। মাত্র কয়েকটা দিন হৈ হুল্লোড় করে ফের বাঙালির ফিরে যাওয়া ইডি-সিবিআই-সিআইডির ডাকে সাড়া দিতে। গত ১২ বছর ধরে যারা বাঙালির শিক্ষাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল তাদের কেউ কেউ জেলে পুজো কাটালেও যারা রইলেন জেলের বাইরে তারাও একে একে ডাক পাচ্ছেন তদন্ত সংস্থার। বাঙালির ভাবনা আজ আর সেমিনার, আলোচনা সভা, তর্কে-বিতর্কে ঘোরাফের করে না। এখন প্রতিদিন ভাবনা কেড়ে নেয় টিভি চ্যানেলের আলোচনা। তারাই এখন ভাবায়, কাঁদায়, আপোশ করতে শেখায়। তাই বাঙালি ভাবনা ছেড়ে স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেটে বন্দী। স্বাধীন ভাবনার হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির উঠোন থেকে। এই সুযোগে রাজনৈতিক দল থেকে কর্পোরেট সংস্থা সবাই ভাবনা কেনার দোকান খুলে বসেছে। অতীতের গৌরব হারিয়ে বাঙালিও ভিড় জমাচ্ছে সেই সব দোকানে।

প্রয়াত দুর্গাদাস সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন রোগশয্যায় কাটিয়ে গত ১২ অক্টবার রাত ১২ টা ৪২ মিনিটে কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি দিলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য ও আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক দুর্গাদাস সরকার। সমিতি ও পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই সমবেদনা। স্মৃতিচারণ আটের পাতায়।

উত্তরের আঙিনায়

দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি বাস রাস্তায় পানাকৌড়ি মোড়ে একটি ডিম বোঝাই গাড়ির সাথে একটি যাত্রী বোঝাই গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। ডিম বোঝাই গাড়িটি সম্পূর্ণ উল্টিয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা নিচে পড়ে যায়। ৭০% ডিম নষ্ট হয়ে যায়। যদিও এই ঘটনায় কারো গুরুতর আহত হবার খবর পাওয়া যায় নি। গাড়ি থেকে ডিম পড়ে গেছে খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা নিচে নেমে ডিম কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায় পুলিশ চলে আসার আগেই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পুলিশি নজরদারির অভাবে কে আগে যাবে এই প্রতিযোগিতায় এই রাস্তায় অনেকটাই বেড়ে গেছে। ফলে একদিকে যেমন অনেকে আহত হচ্ছেন, তেমনি অন্যদিকে জিনিসপত্রও নষ্ট হচ্ছে প্রচুর। অবিলম্বে এই রাস্তায় কড়া ট্রাফিকের ব্যাবস্থা দাবি জানান তারা।

মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল ছিল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। সেই উপলক্ষে ক্রান্তি ব্লকে কাঁঠাল গুড়ি মোড়ে জলপাইগুড়ি জেলা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহেবুব আলমের

সহযোগিতায় মানসিক রোগ কি এবং তার চিকিৎসা কিভাবে করা হয় সেই বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো কাঁঠালগুড়ি একরামিয়া এম এস কে মাদ্রাসাতে।

এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর মহাদেব মন্ডল এবং জলপাইগুড়ির মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ এম মুখার্জি বিস্তারিতভাবে মানসিক রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করেন।সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা মনোরোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুরা তার উত্তর দেন। এছাড়াও কিছু কিছু রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। ডক্টর মন্ডল জানালেন, বর্তমান সমাজে মানুষ মনোরোগ বিষয়ে সচেতন নয়। বিশেষত গ্রাম বাংলায় অনেক মানুষ মনোরোগ বিষয়ে অবহেলা করে থাকেন, সে বিষয়ে মানুষকে সচেতনতা করতে আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি। এছাড়াও সরকারিভাবে সমস্ত রকমের চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। সচেতনতা শিবিরে আরও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সোশ্যাল ওয়ার্কার বৈশালী রায়, পানবাড়ি রুরাল মেডিকেল লাইব্রেরী সদস্য বাসুদেব চক্রবর্তী প্রমুখ।

পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাত ধ্বস নামার আশঙ্কা, বিপাকে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলায় ভারি থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ধ্বস নামতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।গত রবিবার থেকেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সোমবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটেছে। আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে আগামী ২৪

ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। সিকিমে ভয়ানক বৃষ্টিপাত হয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে ধ্বস নামার খবর পাওয়া গিয়েছে। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। আপাতত উত্তর সিকিমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। পর্যটকদের একটি গাড়িও ধ্বসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে অনেক পর্যটক সিকিমে আটকে পড়েছেন।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে দেখা মিলবে সিংহের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরের বুকে অবস্থিত বেঙ্গল সাফারি পার্কে এবারে পর্যটকরা দেখতে পাবেন সিংহ। এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মূলত দর্শকদের আরো বেশি করে পার্কে টানতে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগ্রা ও হায়দ্রাবাদের চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে আসা হবে কয়েকটি সিংহ। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে, এখন সময়ের অপেক্ষা কেন্দ্রীয় তরফের

অনুমতি পাওয়ার। কেন্দ্র অনুমতি দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বিভিন্ন অধিকারীদের নিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শন করেছেন। শুধু সিংহ নয় জেব্রা সহ অন্যান্য জন্তুদেরও নিয়ে আসা হবে বলে সূত্রের খবর। পর্যটকরা যাতে খোলা মেলা অবস্থায় জন্তুদের দেখতে পায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নকসালবাড়িতে বিজয়া সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা রাজ্য সম্পাদিকা সায়ন্তিকা ভট্টাচার্য। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং মেয়র গৌতম দেবের সাথে যোগ দেন বিজয়া সম্মিলনীতে। উপস্থিত ছিলেন জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাও। সায়ন্তিকা নিজেও ছোট ছোট শিশুদের সাথে একটি নৃত্যানুষ্ঠানেও যোগ দেন। তিনি জানান কিছু রাজনৈতিক এবং কিছু ব্যক্তিগত কাজে তিনি শিলিগুড়িতে এসেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তিনি বিজয়া সম্মিলনীতে যোগদান করেছেন। ভাল লাগল ছোটদের সাথে নাচে অংশগ্রহন করে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের সবার সাথে পরিচয় হল। আমি নিজেও আগে বেড়াতে অনেকবার উত্তরবঙ্গে এসেছি। জেলা সভাপতির সাথে এবারে ভালোভাবে পরিচয় হল। মেয়র এসেছিলেন। আমি আবার আসব শিলিগুড়িতে।

এদিকে জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানালেন রাজ্য সম্পাদিকা নিজে এসে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। কর্মীরাও প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী ছিল রাজ্য সম্পাদিকার আসা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গোটা রাজ্যে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমরা চাই বিজয়া সম্মিলনী সব জায়গাতেই সফল হয়ে উঠুক। মেয়র গৌতম দেবও উপস্থিত ছিলেন বিজয়া সম্মিলনীতে। তিনি জানালেন এবারের বিজয়া সম্মিলনী একেবারেই আলাদা ভাবে হচ্ছে কারন এবারে তৃণমূল কংগ্রেস দুটি জায়গাতেই জয়লাভ করেছে। তাই এবারে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নতুনকরে বিজয়ার অনুষ্ঠান করবে। আগামী দিনে আমাদের সবাইকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে। এই সব অনুষ্ঠান আমাদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। জেলা সভাপতির উদ্যোগে গোটা শিলিগুড়িতেই চলছে বিজয়া সম্মিলনী। আর এর মূল লক্ষ্য আগামী দিনের ভোট। এই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

ডেঙ্গু নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের সভাকক্ষে মেয়র ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ডেপুটি মেয়র এবং অন্যান্য মেয়র পারিষদদের সাথে সাথে।এদিন মেয়র জানান শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। পুরসভা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করছে। শুধুমাত্র আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে মশার সংখ্যা যাতে আর না বেড়ে যায়। শিলিগুড়ি পুরসভা যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছে শিলিগুড়িতে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই সার্ভে করা হচ্ছে প্রতিদিন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কি না।তেল দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিটি ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়িতে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের একটি টিম প্রতিদিন এবং প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন ডেঙ্গুকে নিয়ে। যারা যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের পরিবারেকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন পুরসভাকে খবর দেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম সবসময় ২৪ ঘন্টা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাই ডেঙ্গুকে নিয়ে বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মেয়র। মেয়র জানিয়েছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত সবসময় সেবা পাবেন তাই তার দল দৌড়ে চলেছেন আক্রান্তদের দিকে।তবে তিনি শিলিগুড়ির মানুষের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন চিন্তা না করে ডেঙ্গুর মোকাবিলা করুন শিলিগুড়ি পুরনিগম পাশে আছে।

সুষ্ঠ দীপাবলী করতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন শ্রী শ্রী কালী পুজো ও দীপাবলি উৎসব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শহরের বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজো কমিটির সাথে বৈঠক করলেন মেয়র শ্রী গৌতম দেব রামকিঙ্কর হলে হওয়া এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী এবং অন্যান্য এম আই সি এবং কাউন্সিলারেরা। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান আমাদের আরেকটি বড় পূজো হল কালীপূজো।এই পূজো যাতে ঠিকমতো করতে পারা যায় সেজন্যই সবার সাথে আলোচনা করেই এই বৈঠক। কিভাবে মানুষের জন্য পরিসেবা দিতে পারা যায় এবং এই পূজোর সময় মানুষ আনন্দে থাকে সেটা আমরা দেখব। এদিন পূজোর clubগুলির কর্মকর্তাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন মেয়র। তিনি আরো জানান পূজোর সময় মানুষ আনন্দে থাকতে চায় শিলিগুড়ি পুরসভা এবার সেই পরিসেবাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর, ২০২২

মেষ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। শেয়ার, ফাটকা, লটারিতে বিনিয়োগ না করাই যুক্তিযুক্ত। গুরুজনদের হার্ট জনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই যুক্তিযুক্ত। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে গৃহে খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। চাকরিতে সমস্যা এবং উন্নতিতে বাধা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান সূর্যকে জল অর্পণ করুন।

মিথুন রাশি : চাকরিতে পদোন্নতি ও সাফল্যের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভের সুযোগ রয়েছে। স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। শিল্পীদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আপনার চেয়ে ছোট বোনদের সবুজ চুড়ি উপহার দিন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভে বিলম্ব। লেখক বা সাহিত্যিকদের লেখনী থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা ও মতানৈক্য। চাকরিতে সাফল্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুন্দরকান্ডের পাঠ আর হনুমানের সামনে চামেলির তেলে প্রদীপ জ্বালান।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসা–ক্ষেত্রে অন্যের প্ররোচনার শিকার হতে পারেন। চাকরিতেও সমস্যার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ এবং আইনি সাহায্যের প্রয়োজন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন, লাল তিলক লাগান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। যারা ব্যবসা বা চাকরি করেন তাদের কর্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জল ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আইনি ঝামেলা হতে পারে।

প্রতিকার : গরুকে সবুজ গাছ খাওয়ান।

তুলা রাশি : প্রশাসনিক কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং কাজের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। অংশীদারী ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি। ব্যবসায় আশানুরূপ থেকে বঞ্চিত। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার দেবী দুর্গাকে লাল ফুল চড়ান।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। সন্তান থেকে কোনও শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনও তর্ক বিতর্কে না জড়ানোই শ্রেয়ে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার মন্দিরে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজন বিদ্বেষ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মকাণ্ডে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব হতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন নতুবা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ কেশরের তিলক কপালে লাগান।

মকর রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। যে কোনও কর্মে পরিবারের প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। নিজের স্বাস্থ্য ও সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

প্রতিকার : শনি দেবের পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তিত্ত নিয়ে মতানৈক্য। চাকরিতে উন্নতিতে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। জল ভ্রমণ শুভদায়ক নয়। চোখের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, ঠাণ্ডা লাগা, জরায়ু সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনি দেবের বীজমন্ত্র পড়ুন।

মীন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর সাহায্যে নতুন কর্ম পাওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার মার্কেট, লটারিতে বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। বিপরীত লিঙ্গের থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার পিপল গাছে জল দিন।

শব্দবার্তা ২২০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দলনেতা, অগ্রণী ৪। বিবিধ লিখিত বিষয় ৫। জাতি, সম্প্রদায় ৬। উত্তম উপায় ৮। ক্যাশ ১০। আকাশ, গগন ১১। জাঁক, আড়ম্বর ১২। এক পদবি।

উপর–নীচ

১। ১। স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস ২। মহাবিদ্যালয় ৩। তোষামুদে, চাটুকার ৫। ফরমান ৬। ভালো সম্বন্ধ ৭। সহযাত্রী ৯। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী —' ১০। সংমা।

সমাধান : ২১৯

পাশাপাশি : ১। অভিযান ৪। ভবসাগর ৫। পরপর ৭। দেবোদাস ৯। আঁচল ধরা ১০। তসবির।

উপর–নীচ : ১। অভিশাপ ২। নভশ্চর ৩। লগনচাঁদা ৬। রজতাচল ৭। দিনরাত ৮। সংহার।

জিএসটি'র এ – বি – সি – ডি

আরিফুল ইসলাম

গত ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতার শহিদ সভায় সম্ভবতঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে কোনও এক তৃণমূল সমর্থক একটি সুদৃশ্য পাত্রে মুড়ি নিয়ে হাজির হন। মূল সভামঞ্চ থেকে সমর্থকটি দূরে থাকলেও ধীরে ধীরে তা আসল ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে যায়। এবং সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বক্তব্যের মাঝে ক্যামেরার সামনে সেই কড়কড়ে মুড়ি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দেন। কিছু সময় ধরে সমালোচনায় ভরা বিষোদগার করেও যান। বাংলার মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ বাংলার বহু মানুষের কাছে মুড়ি আজও সমধিক জনপ্রিয়। গরিব বড়লোক বলে নয়, গ্রামীণ বা মফঃস্বলের শ্রমজীবী মানুষের কাছে মুড়ির চাহিদা বিরাট এবং প্রশ্নাতীত। এহেন ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের ঠিক আগে কেন্দ্রীয় সরকার প্রিন্টেড প্যাকেটে মুড়ির ওপর অন্যান্য কিছু পণ্যের সঙ্গে ৫ শতাংশ হারে জিএসটি লাগু করে। বলাইবাহুল্য, ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তাঁর বক্তব্যে এই ঘটনা বাড়তি অক্সিজেন জোগাতে সাহায্য করে মোদী সরকারের ওপর। সুতরাং বাংলার এই জনপ্রিয় ও সস্তা খাবারের ওপর জিএসটি বসানোয় গরিবের খাবারে'র যুক্তি খাড়া করে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর একটা রাজনৈতিক ইস্যু তুলে তুলোধুনো করতেই ব্যাপক হাততালি পড়ে।

প্রশ্ন এখানেই যারা হাততালি দিল তারা কী জিএসটি'র আদৌ ফুল ফর্ম 'গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স' কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ জানেন বা বোঝেন? তারা কী এটাও জানেন, যে মুড়ির ওপর ৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জিএসটি'র অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই শতাংশ (এসজিএসটি) এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের ঘরে জমা পড়বে। সুতরাং মুড়িতে ৫ শতাংশ জিএসটি বসালেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে পুরো করটা ঢুকে যাচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। ৫ শতাংশের অর্ধেক আড়াই শতাংশ ঢুকবে বা ঢুকছে অন্যান্য সব রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে। একই রকমভাবে ভারতবর্ষে যেসব

পণ্যের ওপর জিএসটি কর কাঠামো আরোপিত তার অর্ধেক ভাগ রাজ্যের (এসজিএসটি) আর বাকি অর্ধেক ভাগ কেন্দ্রের (সিজিএসটি)। জিএসটি'র বর্তমান স্ল্যাব ৫ শতাংশ – ১২ শতাংশ – ১৮ শতাংশ ও সর্বশেষ স্ল্যাব ২৮ শতাংশ। এত বেশি হারে জিএসটি বিশ্বের অন্য উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ভারতবর্ষে অনেক বেশি। কেন? তা নিয়ে বিস্তর চর্চা সমালোচনা হলেও আজও কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। কারণ মোদী সরকার এটা ভালো করেই জানে জিএসটি হার যতো বেশিই হোক, তার সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমোর মতো কেউ কেউ রাজনৈতিক ইস্যু তুলে সহজ সরল মানুষদের বোকা বানানো যায়। মোদীর ওপর নয় বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদগারে কিছু রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেও পারে বটে, কিন্তু আসল লাভ তো জিএসটি'র পাওনা গণ্ডায়।

বেশ কিছু বছর পূর্বে এই বাংলার প্রাইভেট বাস বা লরি – টেম্পোর পেছনে একটা চুটকি লেখা দেখা যেতো। চুটকিটা ছিল এরকম 'সব পাখিতে মাছ ধরে, বদনাম হয় মাছরাঙার'। আর জিএসটি'র ব্যাপারটা ঠিক অনেকটা এই কথার অর্থের মতো। জিএসটি'র এ – বি – সি – ডি বা অ – আ – ক – খ সম্বন্ধে বহু সাধারণ মানুষের কোনও সম্যক ধারণা বা বেসিক জ্ঞান টুকুও নেই। আর তা – ই থেকেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় মুড়ির ওপর জিএসটি নিয়ে ২১ জুলাই শহিদ জনসভায় ব্যাপক হাততালি কুড়োলেন।

'ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান ট্যাক্স' অর্থাৎ 'এক দেশ এক কর'। জিএসটি প্রয়োগের আগে মোদী সরকার এই স্লোগান সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রচার করেছিল। যদিও স্লোগানটি দ্বিচারিতায় ভরা এবং কার্যক্ষেত্রে তার মস্ত বড়ো উদাহরণ জ্বালানি ক্ষেত্রে জিএসটি লাগু না করা। আর এই জ্বালানি অর্থা পেট্রোল আর ডিজেল হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতির 'হাঁসের সোনার ডিম।' মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একেবারে নিচু স্তরের শিল্প-বাণিজ্য যারা 'দিন আনি দিন খাই' বা 'হপ্তা আনি হপ্তা খাই' সেইসব জায়গা থেকে নিংড়ে শুষে পেষাই করে কর আদায় করা। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, ক্ষুদ্রশিল্পে যাদের বার্ষিক টার্নওভার ২ কোটি পর্যন্ত ট্যাক্স ছা। ছিল, সেইসব শিল্পের অধিকাংশেই জিএসটি লাগু হবার আগে পর্যন্ত ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট বা বিক্রয় কর হিসেবে রাজ্য সরকারকে দিতে হতো। জিএসটি লাগু হবার পর সেই সকল ক্ষুদ্র শিল্পে সেই ভ্যাট ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি'তে ধার্য হলো। সুতরাং, ছোটো ছোটো শিল্পের সেই উপাদিত পণ্যের বিক্রি ভ্যালু কত হলো, এজন্য গণিত বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে না। আর এই ১৮ শতাংশ হারের অর্ধেক অর্থাৎ ৯ শতাংশ রাজ্য সরকার(এসজিএসটি) পাবে বা পাচ্ছে। সুতরাং একই পণ্যে ২০১৭ –র জুলাইয়ের আগে রাজ্য সরকার যে পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ পেতো আজ কিছু পরিশ্রম না করেই দ্বিগুণের প্রায় কাছাকাছি ৯ শতাংশ পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, শিল্প মরুক বা বেঁচে থাকুক, আমাদের দেশে তার দায় কোনও সরকারেরই নেই। কোনও শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়েছে, পঙ্গু হয়ে পড়েছে, কেন পড়েছে? সেজন্য সরকারের দফতর আছে, কিন্তু দায়িত্বও নেই, অতএব দায়দায়িত্বও নেই। দুই সরকারই শুধু চায় করের টাকা। আর করের টাকা।

মুড়ি নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সভায় সভায় শুধু নয়, হায়দরাবাদে একটা সভায় তেলঙ্গানায় চন্দ্রশেখর রাওয়ের সভাতেও এই জাতীয় হাততালি পড়ে। এমন হাততালি পড়ে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সভাতেও। আসলে এরা সত্যি কথাটা প্রকাশ্যে আনতে চায় না। জিএসটি থেকে কত টাকা আমদানি বে।ছে বা ইত্যাদি তথ্য তা নিজের ভোটারদের সত্যি বলতে ভয় পায়। কারণ ঝুলি থেকে তাহলে বেড়াল বেরিয়ে প।বে। ভোট যে বড়ো বিষম বালাই। ৭০–৮০–৯০ – এর দশকে দেখা গেছে সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্টের নানান কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন বিশেষ করে পেট্রোল –

ডিজেলের অল্প বিস্তর দাম বাড়লেই বাংলা বনধ, ভারত বনধ, শিল্প বনধ, চাক্কা জ্যাম, মানব বন্ধন ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতাম। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না দেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি 'জ্যোতিবাবু'র মুখে বিশেষ করে শোনা যেতো, কাগজে ফলাও করে ছাপাও হতো। কিন্তু আজ সে রামও নেই, রাম রাজ্যও নেই। মোদী জানেন জিএসটি এমন এক 'লাড্ডু' তিনি বাজারে এমন সময় ছেড়েছেন, রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা যেকোনও বিরোধী দলই কেউ আন্দোলন করবে না।

আরএসএসে'র বিজ্ঞানীরা মোদীকে জানিয়েছেন যে, জিএসটি এমন এক লাড্ডু যে আজাদীকে অমৃত মহোৎসবে কোনও রাজ্য টাকা পাইনি বলে, বামপন্থীদের মতো গণ আন্দোলন করবে না। আর ঘটছেও তাই, আর মরছে কিন্তু সাধারণ মানুষ। আবার মুড়িতে জিএসটি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সভায় এই সব মুর্খরা শ' শ' কিলোমিটার কষ্ট করে এসে হাততালি দিচ্ছে। এইসব দেখে ভীষণ অবাক লাগে ক্ষোভও হয়। আমি তো এক সাধারণ কলমচি, আমার মতো মানুষের ক্ষোভের কী বা এসে যায়? দেশ ডুবলে আমিও ডুববো।

অনেকেই হয়তো জানেন, এই জিএসটি লাগু করার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন সিপিএমের দীর্ঘ দিনের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, তৃণমূল কংগ্রেসের দু'দফার অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। শুধু তাই নয়, এ মুহূর্তে দেশের ২৮ টি রাজ্যের প্রতিনিধি যাদের অধিকাংশই অর্থমন্ত্রী, ৩ জন কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দু'জন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনসহ মোট ৩৩ জন নিয়ে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হয়। সুতরা মুড়িতে ৫ শতাংশ জিএসটি লাগুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দু'বারের অর্থমন্ত্রী ও বর্তমান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র'র চূড়ান্ত নির্দেশিকায় স্বাক্ষর নেই? স্বাক্ষর আছে। আসলে ২১ জুলাইয়ে যে মানুষ গুলো মুড়ি বা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের প্রতিকৃতি এনেছিল তারা অবশ্যই দিদি ভক্ত এবং অবশ্যই মহামূর্খ ও চূড়ান্ত বোকা ঢেড়সের দলবল। যাদের জিএসটি সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান নেই। অতএব জিএসটি'র এ – বি – সি – ডি শিখে তাদের লাভ নেই।

সুতরাং, 'এরা যতো বেশি প।বে – ততো বেশি জানবে – ততো কম মানবে।'

লেখক পরিচিত : ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ। প্রবন্ধের বক্তব্য প্রাবন্ধিকের নিজস্ব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

সোনারপুরে সোনা চুরির গ্যাং মাস্টার ধৃত

সুব্রত মন্ডল : সোনারপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের তৎপরতায় সোনা চুরি ও অবৈধ কারবারিদের একটা দল ১১ অক্টোবর মঙ্গলবার বিকেলে ধরা পড়ে। এসআই সুজয় দাস সোনারপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার অন্তর্গত নগরতলা গ্রামের মুজিবর হালদারকে (৪৮ বছর) গ্রেফতার করে। এই গ্যাং এর বাকিরা হলো বারুইপুর থানার উত্তর বেলেগাছি চর পাড়ার শফিউদ্দিন মন্ডল (৪০ বছর), সোনারপুর থানার ময়লা পোতার শংকর দাস (৬১ বছর) এবং নরেন্দ্রপুর থানার দক্ষিণ বাদামতলার বঙ্কিম কর্মকার (৬২বছর)। সকলেই এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনের কাছে সোনার দোকান গোল্ড স্মিথ সব রয়েছে বঙ্কিম কর্মকারের। তিনি ওই গ্যাং এর মাস্টার বলে জাল বিছিয়েছে। পুলিশি জেরায় ওই দলে সংযোগের কথা স্বীকারও করেছে সে। চুরির তদন্ত করতে গিয়ে জেরার সূত্র ধরে পুলিশ সদল বলে বঙ্কিম কর্মকারের সোনারপুর মালঞ্চর বাড়িতে তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সমস্ত বেআইনি সোনার অলংকার উদ্ধার করে। বঙ্কিম ওইসব গয়নার কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। পুলিশ সমস্ত সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। আটক করা সোনার ওজন ৮১০ গ্রাম যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা।

মোবাইল সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুরি যাওয়া ৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধারের পাশাপাশি এক চোরকে গ্রেফতার করলো জীবনতলা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জলঘড়া ঝোড়োর মোড় এলাকায়। ধৃতের নাম মামুদালি পুরকাইত ওরফে বাবুসোনা ওরফে মোড়ে। ধৃত কে বুধবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রের খবর।জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার রানিতলা থানার অন্তর্গত চকশাহপুর এলাকার বাসিন্দা পেশায় পাইপ লাইনের মিস্ত্রী মেহেনুব আলম। তিনি জীবনতলার উত্তর পাতিখালি এলাকার একটি প্রাইমারি স্কুলে কাজ করছিলেন। সাথে অন্যান্য মিস্ত্রীরা ছিলেন। ১০ অক্টোবর রাতে তাদের পাঁচটি মোবাইল ফোন চুরি হয়ে যায়। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে জীবনতলা থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মামুদালিকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে ক্যানিং ও জীবনতলা থানা এলাকায় দুস্কর্ম করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ধৃতের সাথে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে প্রকাশ্য দিবালোকে এক ব্যক্তির খুনকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। দুই পরিবারের বিবাদের জেরে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিবেশীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। খুনের কিছু পরে নিজেই জয়নগর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে ওই অভিযুক্ত। সোমবার সকাল সাড়ে ৮ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে। নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম হজরত গাজি (৩৯)। আর অভিযুক্তের নাম সইদুল গাজি। হজরত এবং সইদুল দু'জনেই জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর মিস্ত্রী পাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, নিহত হজরত দিল্লিতে দর্জির কাজ করতেন। তাই বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি সেখানে থাকতেন। পুজোর আগে দিন কয়েকের জন্য বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। কিছু দিন আগে প্রতিবেশী সইদুলের স্ত্রী তাঁদের বাড়ির দলিল হজরতের কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। এ নিয়ে সইদুল এবং হজরতের মধ্যে বিবাদ চলছিল বেশ কয়েক দিন ধরে।তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ জানতে পারে, সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্প মোড়ের দিকে যাচ্ছিল হজরত। সেই সময় আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় সইদুল। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হজরতের মুখ এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাথাড়ি কোপ মারে সে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়ে হজরত। চিৎকার–চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পালিয়ে যায় সইদুল। তবে কিছুক্ষণ পরে সইদুল জয়নগর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত হজরতকে উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্তকে।

বারুইপুর থানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সাতসকালে আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা়লো বারুইপুরে। আগুন লাগলো বারুইপুর থানায়।থানায় বাজেয়াপ্ত করা বেআইনি বাজির মশলায় আগুন লেগে পুড়ে গেল বহু গাড়ি এবং বাইক। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। ঘটনার বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মিস পুষ্পা বলেন, বুধবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিস কাটাখালে অবৈধ বাজি কারখানা থেকে ৭০০ কেজি বাজির মশলা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসা হয়েছিল। ড্রামে করে সেই বাজির মশলা রাখা হয়েছিল থানা চত্বরে। দমকলের গাড়ি এসে তাতে জলও দিয়ে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেখানেই আগুন লাগে। তার থেকেই গাড়ি এবং বাইকে আগুন লেগে যায়।

জেরে নিমেষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সাত সকালে বারুইপুর থানায় বিকট আওয়াজ শোনা যায়। তার পরই দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে থানার একের পর এক গাড়ি এবং বাইক। প্রাথমিক ভাবে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন বারুইপুর থানার কর্মীরা। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। দমকলের একটি ইঞ্জিন কিছু ক্ষণের মধ্যে আয়ত্তে আনে আগুন। এ নিয়ে তবে আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।''এদিন

দমকল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১৮টি বাইক পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু বাইকও। পুলিশের একটি গাড়িও জ্বলে গিয়েছে। বাজির মশলা থেকেই আগুন না কি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ছিন্নভিন্ন বগড়া বুনি গ্রামের রাস্তা

ফারুক মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জাবেদ আলি ঘোরামীর বাড়ি থেকে ইব্রাহিম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। উল্লেখ্য কুড়ি বছর যাবত এই রাস্তাটি কোন কাজ হয়নি কোন যানবাহন চলাচল করতে পারে না বর্ষাকাল এলে। বগড়া বুনি গ্রামের বয়স্ক চশমা খাজে বক্স মোল্লা বললেন ভোট আসলে বড় বড় প্রতিশ্রুতি ভোট ফুরিয়ে গেলে আমরা কাঁদায় হাঁটি কি আর বলব একটু রাত হয়ে গেলে আছার খেতে খেতে বাড়ি আসতে হয়। অনেক বাবু এলো আর গেল কেউ রাস্তার কথা একটুও ভাবেনি আমরা খুব অসহায় অবস্থায় আছি। হঠা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আমরা হসপিটালে নিয়ে যেতে পারবো না কোন যানবাহন চলাচল করতে পারেনা কিভাবে আমরা নিয়ে যাব। যদি এই রাস্তার কাজ হয় খুব ভালো তা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। গোলাম নবী গাজী বলেন ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে আমরা বারবার হাঁটেছি আমাদের রাস্তাটুকু করে দেয়া হোক শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কাজ হয় না। আমরা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা রাস্তা না হলে। ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে সমস্ত কাজ অবরুদ্ধ করে দেব আমাদের দাবি রাস্তার কাজ করতে হবে।

ক্যানিংয়ে পুড়ে ছারখার ১০ টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয়াবহ বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো কমপক্ষে ১০ টি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন ব্রিজ রোড এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুটি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছায়। প্রায় পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অন্যান্য দিনের মতো বুধবার রাত ১২ নাগাদ ক্যানিং ব্রিজ রোডের দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন কেউ আবার দোকানের মধ্যে ছিলেন। আচমকা রাত দে।টা নাগাদ আগুনের ফুলকি নজরে পড়ে নাইটগার্ড তারক বিশ্বাস সহ অন্যান্যদের। নাইট গার্ড স্থানীয়দের খবর দেয়। খবর যায় ক্যানিং থানা পুলিশের কাছে। পুলিশের তরফ থেকে তড়িঘড়ি দমকলকে ফোন করা হয়। মুহূর্তে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। হাজির হয় ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ততক্ষণে অবশ্য একে একে ১০টি দোকান গ্রাস করে নিয়েছে আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দমকলের সাথে সাধারণ মানুষ ও ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন হাত লাগায়। আগুনের লেলিহান শিখার কাছে হতাশ হয়ে পড়েন স্থানীয় দোকানদার'রা। ঘটনাস্থলে দমকলের আরো একটি ইঞ্জিন আসে। দমকল ও ক্যানিং থানার পুলিশের উদ্যোগে প্রায় পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও সমস্ত কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার'রা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

দমকল সূত্রে খবর সম্ভবত শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। তবে কী ভাবে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে দমকল ও ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোনাই মোল্লা জানিয়েছে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় ১০ টি দোকান পুড়ে ভষ্মিভূত হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে সমস্ত কিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার হরি সাহা, সৌমেন, দিলীপ দেবনাথ, কানু বিশ্বাস,জয় দেবনাথ, গোপাল সহ অন্যান্যরা। দুর্ঘটনার খবর জানতে পেরে বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক প্রতিক কুমার সিং ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সান্ত্বনা দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বুধবার নির্বিঘ্নে শেষ হল প্রথম দিনের বৃত্তি পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার (বৃত্তি) বুধবার অর্থাৎ ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ৭–৩০ টায় পরীক্ষা শুরু হবে। পাঁচটি বিষয়ের উপর মোট ৪০০ নম্বরের উপর এই পরীক্ষা হচ্ছে। সারা রাজ্যের সাথে একই গাইডলাইন ও রুটিন মেনে মথুরাপুর–২ ব্লক এলাকার ১০টি হাইস্কুলে এই সেন্টার হয়েছে। এই ব্লকে মোট ১১০৭ জন ছাত্র–ছাত্রী এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

১৯৯২ সাল থেকে বেসরকারিভাবে এই পরীক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল চালু রাখা এবং গুরুত্ব সহকারে ইংরাজী পড়ানো সহ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সামনে রেখে পরীক্ষা প্রস্তুতির মাধ্যমে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার মনোভাব তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে এই পরীক্ষা প্রতিবছর পরিচালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গে এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৫২,২০৪ জন। এদিন রায়দিঘী সেন্টার সহ মথুরাপুর ২নং ব্লক এলাকায় সবগুলো সেন্টারে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। বহু অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এই পরীক্ষা পরিচালনা করতে সাহায্য করায় ব্লক পরীক্ষা পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ সরদার, সুদীপ মণ্ডল সকলকে অভিনন্দন জানান।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

বিভিন্ন ব্লকে প্রতিদিন স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং, বারুইপুর ও আলিপুর সাব ডিভিশনের ১৬টি ব্লকে প্রতিদিন স্বচ্ছ ভারত (Clean India) কর্মসূচি চলছে। গত ১ অক্টোবর সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব বৃদ্ধাবাস দিবস উদযাপন হয়। ২০ জন বৃদ্ধ–বৃদ্ধাকে বস্ত্র ও শাড়ি তুলে দেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। পরের দিন ওই ক্লাব প্রাঙ্গণেই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস ও স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি হয়। প্রতিদিনই নজির বিহীনভাবে জেলার প্রত্যন্ত ব্লকে এই কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণ করেছে ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যুৎ সংঘ, ঘনশ্যামবাটির মাদার টেরিজা স্বরোজগারী দল, বাওয়ালী ফকিরহাট খোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, পূজালী আছিপুরের ইঁট ভাটার শ্রমিক কর্মচারীরা, গাববেড়িয়া আমরা সবাই সংঘ, ঝড়খালী ফেরিঘাটের নিত্য যাত্রীরা, বারুইপুরের দফতর, ভাঙড়–২ নম্বর ব্লক, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। এই সমস্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, ডাঃ তরুণ রায়, হেমন্তকুমার, সুব্রত ঘাঁটু, নিতিশ মণ্ডল, নিখিল মাখাল, তপতি রায়, প্রশান্ত সরকার, রিমি মজুমদার, তৃপ্তি পাল, দফতরের এপিএ কপিলকুমার, মানস নস্কর, রাজকুমার পরামানিক, শিখা রায় প্রমুখ। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, এই কর্মসূচি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন চলবে। নিজের পরিবেশকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখার জন্যই এই কর্মসূচি।

হেড়োভাঙার রাস্তা বেহাল

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী ব্লকের মেরিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন প্রহ্লাদের দোকান থেকে হেড়োভাঙা বাজার পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকা গর্তভরা পিচ ওঠা এই রাস্তাটি এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের যন্ত্রণার কারণ। আমতলী গ্রামের বাসিন্দা এস ইউ সি আই পার্টি সদস্য আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, গত ৬ থেকে ৭ বছর এস সেন্টার ও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। হসপিটালে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন অ্যাম্বুলেন্স ফোন করলে আসতে চায় না। গ্রামের মানুষ অসহায়। কয়েক হাজার মানুষের নিত্য যাতায়াত এই রাস্তায়, তবু প্রশাসন নির্বিকার। মেরিগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাহাজান শেখকে ফোনে জানান, এমএলএ সাহেবের সঙ্গে কথা চলছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই রাস্তার কাজ শুরু হবে। স্থানীয়

ধরে এই রাস্তাটি এভাবেই পড়ে আছে। এই রাস্তার পাশে রয়েছে দুইটি প্রাইমারি স্কুল, দুখানা এস এস কে স্কুল, চারখানা আই সি ডি বাসিন্দা আসমত আলী মোল্লা বলেন, খুব তাড়াতাড়ি ওই রাস্তার কাজ না শুরু হলে আমরা আন্দোলনে নামবো।

বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস চৌরঙ্গী বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি, চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কন্যা হল অতীতের আনন্দময় স্মৃতি, বর্তমানের সুখের মুহুর্ত আর ভবিষ্যতের আশা ও প্রতিশ্রুতি। থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, সমাজ হবে আলোকিত। এই শপথে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে পালিত হল আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। আমরা আজ ১২ অক্টোবর, ২০২২ বিদ্যালয় খুলতেই কন্যা শিশুদের নিয়ে দিবস টি পালন করলাম ও প্রত্যেক শিশু কন্যা দের একটি করে আম ও মেহগিনি গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কন্যা শিশুরা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে।

তাপস বাবু আরও বলেন, প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসে একটি নির্দিষ্ট করে থিম থাকে। এবছর ইউনিসেফ

২০১২ সাল থেকে গোটা বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের রাষ্ট্র সমূহ প্রতিবছর ১১ অক্টোবর তারিখে পালন করে এই দিনটি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলি হল শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনী সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা নারী র বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক তথা বাল্যবিবাহ রোধ। কর্তৃক নির্বাচিত থিম হল আমাদের সময় এখন– আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যত'।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে ১ কোটি মেয়ে বাল্য বিবাহের শিকার। মেয়েরা যৌন শোষণের প্রাথমিক শিকার ও বিশ্বব্যাপী প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন মেয়ে শিক্ষা, কর্ম সংস্থান বা প্রশিক্ষণের শুযোগ পায় না। যে খানে এই সংখ্যা ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জনে ১ জন।

পুকুর নয়, চরিত্র বদল করেই উঠছে বাড়ি : দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যায় সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ১২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় কাউন্সিলরের ক্ষোভের কথা। এ ব্যাপারে জমির মালিকের স্বামী তাপস কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করলে তিনি পুকুরের জমি কনভারসানের কথা মুখে জানালেও কোন প্রমাণ দেখাতে অস্বীকার করেন।

এরপর পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আলিপুর বার্তায় প্রকাশের পর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের একটি উকিলের চিঠি পৌঁছায় আলিপুর বার্তা দফতরে। চিঠিতে জমির মালিক ৫–১/৬৯ আচার্য্য প্রফুল্ল নগরের বাসিন্দা সমর্পিতা বিশ্বাস এবং তার স্বামী তাপস কুমার বিশ্বাসের আইনজীবী রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে পুকুর বলে যে জমিকে দেখানো হচ্ছে তা ৫৯০/১৭ কেস মারফত কনভার্ট করা হয়েছে এবং উপযুক্ত জায়গা থেকে অনুমোদিত প্ল্যান মোতাবেক বসতবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। যদিও এই চিঠির সঙ্গে কোন 'কনভার্সান সার্টিফিকেট' বা 'স্যাংকসনড প্ল্যান'–এর কপি দেওয়া হয়নি।

উপরিউক্ত চিঠি মারফত এটা পরিষ্কার যে, এক সময়ের পুকুর কনভারসন করে ভরাট করার দাবি তাপস বাবুরা প্রমাণ ছাড়াই করতে চান। ফলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েই যায়। সংবাদপত্রে পুকুর ভরাটের যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কালিমালিপ্ত করা উদ্দেশ্য নয়, রয়েছে পরিবেশ বাঁচানোর তাগিদ। গ্রিন আদালত থেকে সরকার সকলেই পরিবেশ রক্ষা করতে পুকুর ভরাট বা কোনও উপযুক্ত কারণ ছাড়া পুকুরের চরিত্র বদল করতে নিষেধ করেছে। সেখানে এতবড় একটি পুকুর প্রমাণ না দেখিয়ে ভরাট করলে বিভ্রান্তি ছড়ানো স্বাভাবিক। তাই এই সংবাদ জনস্বার্থে প্রকাশিত হয়েছে। আলিপুর বার্তার তরফে সকলের কাছে আবেদন, আদালত ও সরকারের নির্দেশ মেনে পুকুর ভরাট বন্ধ করুন, পরিবেশ রক্ষা করুন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর, ২০২২

দায় কার

সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি সংবাদ বারংবার গণমাধ্যমে উঠে আসছে। প্রত্যেকটি খবরই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও জীবন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

মধ্য কলকাতার বৌ বাজার অঞ্চলে ২০১৯ সাল থেকেই একের পর এক বাড়িতে ফাটল ধরার ঘটনা ঘটছে। দুর্গাপিতুরি লেন, মদন দত্ত লেন কিংবা বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বেশ কিছু বাড়িতে মাঝে মধ্যেই ফাটল দেখা দিচ্ছে এবং কয়েকটি বাড়ি ধ্বসে যাবার ঘটনাও ঘটেছে। নির্মিয়মান পাতাল রেলের জন্যই দিনের পর দিন এই ঘটনা অব্যাহত। পাতাল রেল বর্তমানে যাত্রী পরিষেবায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গঙ্গার তলা দিয়ে যে মেট্রো রেলের সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও বৌ বাজার অঞ্চলে একের এক দুর্ঘটনার সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন গঙ্গার জোয়ার ভাটার কারণেই নাকি এমনটি ঘটছে। উল্লেখ্য, লাল বাজারের যে অঞ্চল দিয়ে মেট্রো তৈরি হওয়ার কথা ছিল তা পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির মামলা মোকদ্দমার জেরে। বৌ বাজার অঞ্চলের এই বাড়িগুলিতে পুরুষানুক্রমে বহু পরিবারের বাস। মূলত কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অস্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে কিছু হোটেলে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিকাশ দেনা পাওনার কাজও শুরু হয়েছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যক্তিদের অসুস্থতায় এই টানাপোরেনের ভার কে নেবেন। মেট্রো রেলের মতো সংস্থার পরিকল্পনার কোনও অভাব ছিল কি? এটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে আজ।

অন্যদিকে, শালবনীর বাঁকী বাঁধ এলাকার বহু পরিবার আবারও ছিন্নমূল হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দফতর এক নির্দেশনামা জারী করেছে জঙ্গল মহলের এই অঞ্চল থেকে জনবসতি গুটিয়ে নিতে হবে। প্রায় চার হাজার পরিবারের বাস এই অঞ্চলে। দুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই অঞ্চলে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বাড়িও নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় ৮০ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তরফে এলাকা ফাঁকা করবার ফরমান জারি করা হয়েছিল। তখন সেখানে মাত্র ত্রিশ ঘর পরিবার থাকত। প্রতিরক্ষা দফতর থেকে এখনও পর্যন্ত বিকল্প বাসস্থানের হদিশ দেওয়া হয়নি। দুটি ঘটনাই আলাদা হলেও সেই উদ্বাস্তু হবার দুঃস্বপ্নই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোকে ভাবাচ্ছে। এর দায় ভার কে নেবে।

ঠিক তেমন ভাবেই দিনের পর দিন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হারিয়ে যাওয়ার খবর মাঝে মধ্যেই উঠে আসছে। সেই সব নাবালক নাবালিকাদের নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনাও ঘটছে। সংবাদের নানা স্রোতে মানুষের মনে এই ঘটনাগুলি আর বেশি দাগ কাটে না। কিন্তু স্বজন হারানোর বেদনার ক্ষত পরিবারগুলি বয়ে বেড়ায় আজীবন।

দিনের পর দিন বাংলার ঘরের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা হকের চাকরির প্রত্যাশায় পথের ধারে ধর্না দিয়ে চলেছে। আদালতের নির্দেশে যে শিক্ষা দুর্নীতির খবর আজ সংবাদ শিরোনামে তার নেপথ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আরও অনেকগুলি পাওয়া না পাওয়ার যন্ত্রণা। যারা টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছিল তাদের অনেককে চাকরি হারাতে হচ্ছে। ঘুষের টাকা লেনাদেনার ব্যাপারটি আজ জনসমক্ষে চলে এসেছে। প্রতিশ্রুতি মিলেছে বঞ্চিতরা চাকরি পাবেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে গেছে কবে সেই চাকরি পাওয়ার সুদিন আসবে। প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দলই বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের পাশে তবু আজও তারা নিয়োগ পত্র পায়নি। এ দায়ভার কে নেবে।

চৌর্য্য বৃত্তির উৎস অভাব না স্বভাব

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শ্লোগান দিচ্ছে, 'চোর ধরো জেল ভরো'। রাজ্যের ক্ষমতাবান নেতামন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে জেলে গেছে। কোর্ট চত্বরে তাদের দেখে জনতা 'চোর' 'চোর' আওয়াজ দিচ্ছে। এই সব শুনে মনে ধন্ধ জাগে, তবে কি চোরের আভিধানিক সংজ্ঞা বদলে গেল। সেই শৈশব কাল থেকে চোর সম্পর্কে একটা ছবি বা ধারণা মনে তৈরি হয়ে আছে। পেট পুরে খেতে না পাওয়া রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা। গায়ের রং কালো বা শ্যামবর্ণ। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। কারণ কেউ যাতে চুলের মুঠি ধরতে না পারে। সারা শরীরে জবজবে করে তেল মাখা। কারণ কেউ জড়িয়ে ধরলে সে সহজেই পিছলে যেতে পারে। চৌর্য্যবৃত্তি যারা গ্রহণ করে তারা সাধারণত নিম্ন জাতের হয়। ব্রাহ্মণ চোর, বা কায়স্থ চোরের গল্প শোনা যায় না। চোরের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে– পাক্কা চোর, যাদের চুরিটাই মূল পেশা এবং চুরির কায়দা কৌশল এমনভাবে রপ্ত করা যে সহজে তারা ধরা পড়ে না। কাঁচা চোর যারা মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে চুরি করে। আবার কায়দা কানুন ভালভাবে রপ্ত না থাকার জন্য প্রায়ই ধরা পড়ে যায় এবং ধোলাই খায়। ছিঁচকে চোর– এরা গৃহস্থের বাড়িতে ঢোকে না। কারো বাগানের কলা মুলো এবং ডাব নারকেল চুরি করে। ঘাটে মাঠে দু একটা ঘটি বাটি অরক্ষিত অবস্থায় পেলে নিয়ে চম্পট দেয়। এই ছিঁচকে চোর গ্রামের মানুষের চেনা। তাই তারা এদের থেকে সাবধান থাকে।

চোর অতীব নিরীহ জীব। ধরা পড়লে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে চুরি করেছে বলে অজুহাত দেয়। যদিও আইনের কাছে সে অজুহাত চলে না। তবে সমবেত মারমুখী জনতার কিছুটা সহানুভূতি বোধ হয় আদায় করতে পারে। তাতে করে চড় চাপড় কিছুটা কম পিঠে পড়ে। সমাজে নানান ধরনের অপরাধ আছে খুন, ডাকাতি, জালিয়াতি, ছিনতাই, চিটিংবাজী, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি। এই সব অপরাধের সবচেয়ে নিম্নতম ধাপ হল চুরি। চোর সমাজে সব থেকে ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হয়। এমন কি জেল খেটে বের হলেও সমাজে বদনাম ঘোচে না অনেকে বলে থাকে যে, 'তুই চুরি করলি কেন? এর থেকে খুন করলে বা ডাকাতি করলে সম্মান থাকত।' খুন–ডাকাতি করতে গেলে অতিরিক্ত শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। সমাজ বোধ হয় এই শক্তিকেই কিছুটা সমীহ করে। চুরি

করা ভীরু দুর্বলের কাজ, তাই তারা ঘৃণিত হয়।

এতো দূর পর্যন্ত যা যা বর্ণিত হল তারা সমাজের পরিচিত চোর সম্প্রদায়। কিন্তু বিরোধীরা যে চোরদের ধরে ধরে জেল ভরার দাবি তুলছে সেই সব চোর উপরে বর্ণিত বর্গের মধ্যে পড়ে না। কারণ তারা কেউ নিদ্রিত গৃহস্থের ঘরে 'সিঁধ' কেটে চুরি করেনি। তারা যা চুরি করেছে তা নাগরিকরা অনেক সময় জানতেই পারে নি যে তাদের কিছু খোওয়া গেছে। ফলে প্রভাবশালী নেতামন্ত্রীদের নিরীহ চোর শব্দ বন্ধনীতে ফেলা অপরাধীদের সম্মান হানির সমান। বিরোধীরা আর একটু সচেতন শব্দে এদের ভূষিত করতে পারত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমাজে চোর সেজে কেউ ঘোরে না। ফলে ধরা না পড়া অবধি চোর সনাক্ত করা দুরূহ কাজ। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সবাই সাধু। কিন্তু ঘটনার অভিঘাত বুঝিয়ে দেয় চোরের উপস্থিতি। চোর আছে অথচ ধরা পড়ছে না। এই ধরা না পড়া চোরেদের আধিক্য আজ সমাজে। একজন সিঁধেল চোর একক গৃহস্থের ক্ষতি করে। কিন্তু সমাজে ধরা না পড়া চোরেরা যারা নানান শক্তিতে বলিয়ান তাদের দুর্নীতিকে যদি চুরি আখ্যা দিই, তবে তাদের চুরির ফলে সমাজ তথা দেশের ক্ষতি হয়।

ছিঁচকে চোরেদের প্রশাসন একটু তৎপর হলেই ধরা যায় কিন্তু প্রভাবশালী ক্ষমতাবান চোরদের শরীরে রাজনীতির তেল মাখা থাকে, তারা সহজেই প্রশাসনের হাত পিছলে চলে যায়। বাম আমলে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু বলেছিলেন, 'চোরেদের মন্ত্রিসভায় থাকব না। অতবড় নেতা, তাঁর সহকর্মী মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন নি। আর যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন জাগে, কে চোর, কি চুরি করেছিল, তাতে রাজ্যের কি ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রশ্ন অমিমাংসিতই থেকে গেছে। চোর ধরা পড়ে নি।

ধরা যাক আমার একটা সাইকেল চুরি হল। থানায় ডায়েরি হল। কিছুদিনের মধ্যে চোর ধরা পড়ল। চোর সাইকেলটা যাকে বিক্রি করেছে তার নাম বলে দিল। থানা সেই বিক্রি হওয়া সাইকেল আমায় ফেরত দিল। চোর এবং চুরির মাল যে কিনেছিল তারও শাস্তি হল। এটাই সাধারণ চুরির নিয়ম। আর প্রভাবশালী চোরদের বেলায় কিন্তু আইন অন্য রকম। রাজ্যের হাইকোর্টে প্রামাণিত যে এই রাজ্যে চাকরি চুরি হয়েছে। যোগ্যদের থেকে চুরি করে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় অযোগ্যদের বিক্রি করা হয়েছে। সরকারীভাবে বলা হচ্ছে যে, কারো চাকরি যাবে না, অতিরিক্ত পদ তৈরি করে প্রতারিতদের চাকরি দেওয়া হবে। চুরি হয়েছে প্রমাণিত। কি চুরি হয়েছে তাও জানা গেছে। কতজন মিলে চুরি করেছে তা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু চুরির মাল (চাকরি) উদ্ধার হবে না কেন? তবে কি প্রভাবশালী চোর বলে তাদের ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম? না কি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে চুরি হয়েছে তাই চুরির যাওয়া মাল উদ্ধারে অনীহা। আমার সাইকেল চুরির ক্ষেত্রে থানার ওসি বলত যে, যেহেতু আপনার 'চুরি যাওয়া' সাইকেল বিক্রি হয়ে গেছে তাই সরকার থেকে আপনাকে একটা নতুন সাইকেল কিনে দিচ্ছি। এরকম কি হয় কোনও দিন? কিন্তু চাকরি চুরির ক্ষেত্রে তাই বলছে সরকার।

হাইকোর্টে ধরা না পড়লে কেউ জানতেই পারত না যে কোথায় কোন চোর সেবক সেজে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সমাজে অনেক উঁচু স্তরে বিচরণকারী শিক্ষিত দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী আধিকারিকরা কেমন অবলীলায় চুরিতে সাহায্য করেছে পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ধরা না পড়া অবধি এরাই এই সমাজে পূজিত হতো।

সম্প্রতি খবরে প্রকাশ যে ১১১টা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারতীয়দের ৩৪ লক্ষ অ্যাকাউন্ট আছে সুইস ব্যাঙ্কে। সরকারের প্রাপ্য কর ফাঁকি দিয়ে (চুরি করে) লোকেরা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা জমা রেখেছে। তারা সকলেই ভদ্রলোক বলে পরিচিত। কেউ তাদের চোর বলার সাহস পাবে না। কিন্তু তারা ওই ধরা না পড়া চোর। পাড়ার চোর অভাবে চুরি করে। চোর কোন দিন বড়লোক হয় না। আর স্বভাবে চুরি করে যারা তারা অভাব কাকে বলে বোধ হয় জানে না। স্বভাবী চোর আরও চাই বলে চুরি করে। এবার সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করুক চৌর্য্যবৃত্তির উৎস কি? অভাব না স্বভাব? সঠিক উৎস জানলে নিবৃত্তি করা সহজ হবে।

দেশ দেশান্তরে

বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত

প্রণব গুহ

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার জন্য একটি বিড ঘোষণা করেছিলেন, তার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিন পূর্ব ইউরোপীয় দেশটির চারটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য একটি অনুষ্ঠান করার পরপরই ইউক্রেনে যুদ্ধ বৃদ্ধির মধ্যে, রাশিয়া বৃহস্পতিবার রাষ্ট্র–চালিত ট্যাস সংবাদ সংস্থার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থায় (ন্যাটো) তার সাবেক সোভিয়েত প্রতিবেশীর প্রবেশ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। ট্যাসের রিপোর্ট বলছে, ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ইউক্রেনের আবেদনকে বরং একটি প্রচারমূলক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে, রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের উপ–সচিব আলেকজান্ডার ভেনেডিক্টভ বলেছেন যে কিয়েভ ভালোভাবে সচেতন যে এই ধরনের পদক্ষেপের অর্থ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিশ্চিত বৃদ্ধি হবে। ভেনেডিক্ট আরও বলেন, আপাতদৃষ্টিতে, তারা এটির উপর নির্ভর করছে – তথ্যগত গোলমাল তৈরি করতে এবং আবার নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রাশিয়ার প্রতিনিধিরা বলছেন,

যে ইউক্রেনকে সাহায্য করে পশ্চিমারা দেখাচ্ছে যে তারা সংঘাতের সরাসরি পক্ষ।

ভেনেডিক্টভ বলেন যে ন্যাটো সদস্যরা নিজেরাই এই পদক্ষেপের আত্মঘাতী প্রকৃতি বোঝে – ইউক্রেনকে তার শাখায় স্বীকার করলে কি হবে, তিনি আরও বলেন, যে কোনো ক্ষেত্রেই, রাশিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত ন্যাটো বা অন্য কিছু জোটে ইউক্রেনের যোগদান আমাদের জন্য অগ্রহণযোগ্য। তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ ভ্লাদিমির পুতিন সংঘর্ষ–বিধ্বস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশটির চারটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য একটি অনুষ্ঠান করার পরপরই ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার জন্য একটি বিড ঘোষণা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরে ইউক্রেনের রাজধানী – কিইভ – অঞ্চলে ইরানের তৈরি কামিকাজে ড্রোন দ্বারা আঘাত হানার কয়েক ঘণ্টা পর ভেনেডিক্টভের বিবৃতি আসে, উদ্ধার কর্মীদের ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়ার নতুন গোলাবর্ষণের পর আক্রমণগুলো ঘটছে যার ফলে ইউক্রেন জুড়ে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। অধিকন্তু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার কিয়েভ এবং অন্যান্য শহরে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইউক্রেনকে উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বুধবার ১৯৩–সদস্যের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৪৩টি দেশ রাশিয়ার দ্বারা ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করার নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে এই সর্বশেষ বিকাশ ঘটে। ভোটে বিরত থাকা ৩৫টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল।

এমনিতেই সারা পৃথিবীতে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তার উপর আমেরিকার মদত, রাশিয়ার হুমকি ও জেলেনস্কির জেদ দেশটাকে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তাতে ইউক্রেনকে ঘিরে যদি আবার একটা রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ বাধে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে আবার একটি মন্দা আসন্ন বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি বাড়ছে, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এরপর যুদ্ধের আবহ মানবজাতিকে আরও একটা দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তাই অবিলম্বে উত্তাপ কমিয়ে কূটনৈতিক আলোচনাই বিশ্ব শান্তির একমাত্র পথ। ভারত বারবার এই বার্তা দিচ্ছে। এমনকি যে কোনো মধ্যস্থতাতেও রাজি ভারত। বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলি একসঙ্গে বসে অবিলম্বে সমাধান খোঁজা জরুরী।

অয় অয়, Zনতি পারো না

অমিতাভ সেন

পরশুরামের লেখা চিকিৎসা বিভ্রাটের তারিণী কোবরেজকে মনে আছে? রোগীর নাড়ি ধরে জিজ্ঞেস করছেন– রাত্তিরে নিদ্রাকালে বোমি অয়? রোগী তো আকাশ থেকে পড়ে আর কি– না তো। ঘুমোতে ঘুমোতে বমি কি করে হবে। কোবরেজ মশাই কনফিডেন্ট– অয় অয় Zনতি পারোনা।

সত্যিই আমরা কতো বোকা! কাটের নীচে আঠারো কোটি ঢুকে গেল! কেউ Zনতি পারি নাই। ৭০ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে ৩২ বছরের অপার ইন্টু–মিন্টু সম্পর্ক বাকি ফিঁয়াসেরা Zনতি পারে নাই। ED/CBI জল গাবিয়ে ছাড়লো। শুরুতেই ৫২ কোটি উদ্ধার পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়– কী আছে শেষে? Zনতি পারি না। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড দুবাই মিলিয়ে এ যেন অজানা এক পথ, না জানি কোথায় হবে শেষ। ম্যাচের ফার্স্ট ওভারে ১৭ কোটি টাকায় FD, ধানকল, তেলকল মিলিয়ে ১৬৯ টা কেষ্টর প্রপার্টি। সরকারি AIDED স্কুলে চাকরি করে প্রফিট মেকিং কোম্পানির ডিরেক্টর হওয়া সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলে আটকায় না? ওহো! স্কুলে তো যেতেই হয় না, বাপের দৌলতে এটেন্ডেন্স্ রেজিস্টার বাড়িতে চলে আসে, মাইনেও ঠিকঠাক জমা পড়ে যায়– এমনি উন্নয়নের ঠেলা।

৭০ বছরের বৃদ্ধ তো গেয়েই রেখেছেন মালের জন্য কোং দায়ী নহে। শানাই এর পোঁ ধরার দল তর্জাচ্ছে– ৫২ কোটি ED নিজেই প্ল্যান্টেড করে রেখেছে কিন্তু বীরভূমের বেতাজ বাদশা (কেষ্টবীর, বলো উন্নত মম শির) ED দেখলে পাতলুন হলদে করার লোক নন। তিনি হুংকার ছেড়েছেন : আমার কাছে টাকা যদি থাকে, প্রপার্টি করতে বাধা কোথায়?

বটে, বটে। বোলপুরের বাউলে গান গায়– ট্যাংরা শুধু কাঁদন যায়, মাগুর মাছে কাঁতকাঁতায়! করতে তো মাগুর মাছএর কারবার, বাপধন, কী করে এতো পয়সা হলো? তার হিসেব তো দিতে হবে। আইনের ছাত্র হিসবে একটা নিবেদন রাখি– ED আর CBI মামলার একটা vital পার্থক্য আছে। ED কোন টাকা বা সম্পত্তি Confiscate করলে Accused কে প্রমাণ করতে হয় ওই টাকা বা সম্পত্তি আমার Genuine ইনকাম। ব্যর্থ হলে সে সম্পদ Consolidated Fund Of India তে চলে যায়। অপর পক্ষে CBI কে প্রমাণ করতে হয় যে Accused সেই আসলে guilty, তবে শাস্তি বিধান হয়। এইভাবে ২০১৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ED এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকা ফাণ্ডে এনেছে। তার মধ্যে বিজয় মাল্যের ৮৪৮৮ কোটি টাকা আছে, যা PNBর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সিবিআই এর করা Confiscation আছে। আজ ব্যাঙ্ক ও ফাইন্যান্সিয়ল ইনস্টিট্যুসনগুলোর স্বাস্থ্য কিছুটা ফিরেছে, NPA ৮% থেকে ২% নেমেছে। কিন্তু নীরব মোদী মামল বেশি রিকভারি হয়নি। তার স্থাবর সম্পত্তি Sale Terminalchain বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লির Defence Colonyর টার্মিন্যাল– রাহুল নামক এক অদ্ভুত প্রাণী ওপেন করেছিল। নীরব মোদী সকল কমোডিটি বা প্রোডাক্ট ছিল ঝুটা কাঁচ, একটাও আসল হীরা মুক্তা নয়।

এখানে কর্মযোগী নিতীন গড়কড়ির একটা উক্তি আমরা স্মরণ করবো। বিজয় মাল্য বহুবার ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছে এবং নিয়ম মেনেই পরিশোধ করে। তার চারিত্রিক বৈকল্য দেখা যায় ৯০ দশকের পর এবং তুঙ্গে ওঠে আই কে গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে। এই বিষবৃক্ষ ফল দিতে শুরু করলো ২০০৪ সাল থেকে, অটলজীর স্বর্ণিল জমানা শেষ হবার পর, যেদিন থেকে ভারতের ভাগ্যাকাশে শনি–য়া নামক গ্রহরাজের উদয় হলো। ঝুটা আগুর কোয়ালিটি চিনামাল ভারতের বাজার গ্রাস করতে থাকলো, ধূপ–টুনি বাল্ব থেকে মহাকাশ যানের পার্টস পর্যন্ত সর্বত্র 'লে লে বাবু ছ' আনা' দাপট দেখাতে লাগলো। কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলে কিছু রইলো না। অন্যান্য দেশের সরকার নিজের উদ্যোগ জগতকে বাঁচাতে কাস্টমস ডিউটি বাড়ায়, আন্ডার কোয়ালিটি

প্রোডাক্ট রিজেক্টও করে। ২০০৪ থেকে শনি–য়া জমানায় এসবের কোনও বালাই নেই। হতাশ হয়ে অনেক ম্যানুফ্যাকচারার ইম্পোর্টার এর কাজ করতে লাগলো, অনেক ছোট উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। পাশাপাশি গুগল সার্চ করে দেখুন সেই ছবিটা। বেজিংএ এশিয়ান গেমস ফাইন্যাল–এ ২০০৮ সি জিং পিং (চিনা প্রেসিডেন্ট) রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হ্যান্ড সেক করছে, পাশে দাঁড়িয়ে কান এঁটো করে হাসছে শনি–য়া, পেছনের লাইনে জবুথবু অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নির্বাক নিস্পন্দ, যেন also ran (যেমন পুজোর স্যুভেনিরে লেখা থাকে : যাদের না হলেই চলেনা টুকাই বুকাই মনু ধনু ইত্যাদি) শনিয়া কোনো হোম যজ্ঞেরই ঘৃতাহুতি ছিল না, অথচ সুপার প্রাইম মিনিস্টার– ন্যাশনাল ডেভলাপমেন্ট কাউন্সিলে আরবান নকশালদের ঢুকিয়েছিল। মা ব্যাটা মিলে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘাটর্গাট করে দেশটাকে শেষ করার চেষ্টা করেছিল। ডঃ সিং একবার অরুণাচল ট্যুর করার প্ল্যান করেছিলেন। চিনের আপত্তিতে সে প্রোগ্রাম বাতিল হয়। আজ ডোকলাম, পিয়ং ইয়াং সকল ফ্রন্ট থেকেই চিন ট্রুপ উইথড্রয়াল করছে। মণিপুর পর্যন্ত ট্রেন লাইন চালু হয়ে গেছে। অরুণাচলের প্রত্যন্ত সীমান্ত পর্যন্ত কংক্রিট ফোর লেন রাস্তা চালু হয়ে গেছে। একবার ৩৮ জন আইএএস অফিসারদের ডেলিগেসন চিন যাবার প্রোগ্রাম হয়েছিল (সিং যুগে)। চিন ৩৭ জনকে ভিসা দিয়েছিল। অরুণাচলের ডিভিশন্যাল কমিশনরকে লিখেছিল তোমার ভিসার প্রয়োজন নেই, তুমি চিনের অংশেই থাকো। আজ চিন বুঝতে পারছে কতো ধানে কতো চাল। সাংহাই কোঅপারেশন মিটে উজবেকিস্তানে মোদীজীর স্টোনফেস দেখেছে। ট্যা ফো বেশি চলবে না। মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।

কিন্তু পথ কী কুসুমাস্তীর্ণ? অবশ্যই নয়। ২০১৯ সালে রাজ্যসভায় পেশ করা অর্থনীতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট অনেক কথা বলে। কমিটির সদস্য ছিলেন ডঃ সিং, অম্বিকা সোনি, গোগৈ... রিপোর্ট পেশ করেন মনোজ তেওয়ারী। এতে বলা হয়েছে ১৯৮০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাইরে কালো পথে চলে গেছে। হাওয়ালা পথে রাউণ্ড ট্রিপিং হয়ে দেশে ফিরেছে এবং খরচ হয়েছে মিশনারী–খারিজি মাদ্রাসা–কনভারসন এইরকম বহু কালো উদ্দেশ্যে। মোদীজী ২০১৪ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন যে অবশিষ্ট প্রায় কুড়ি লাখ কোটি টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। রাজনাথ সিংজী প্রায় ছয় লাখ শেল কোম্পানী (ভুয়ো) এবং পাঁচ হাজার এনজিও বাতিল করেন, এদের মাধ্যমেই রাউন্ড ট্রিপিং এবং কালো পথে বিনিয়োগ হতো। ধুরন্ধর আইনজ্ঞ অরুণ জেটলিজী ইনসলভেন্সী এণ্ড ব্র্যাঙ্ক্রাপসি কোড, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট ইত্যাদি কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। মালদ্বীপ, দুবাই প্রভৃতি দেশে স্ট্যানলে মরগ্যান প্রভৃতি অফশোর কোম্পানীতে কালো টাকা জমা থাকে ব্যক্তি মালিকানায়। ইদার অফ দি সারভাইভারস হয় না। জমাকারী ব্যক্তি ফৌত হলে টাকা জমাকারীর দেশের নামে চলে যায়, তবে ফেরানোর পথ বড়োই জটিল। মোদীজী রাজনীতিতে খুবই স্বচ্ছ কিন্তু কূটনীতিতে কুটিল। বললেন অরুনজী এমন একটা ফন্দি আঁটো যাতে ওই টাকা কেউই ব্যবহার করতে না পারে। অরুণজী বুঝলেন নেতার বিদুর বুদ্ধি। পার্লামেন্ট আইন পাস করে অফসোর কোম্পানীগুলিকে জানিয়ে, ওই টাকা যে ব্যবহার করতে চাইবে তার ডিটেল ভারতকে বাধ্যতামূলক ভাবে জানাতে হবে। ব্যস হয়ে গেল অফশোর ফাণ্ড এর পোঁটলা একটি Pandora's Box; ছিল বিড়াল হয়ে গেল রুমাল। ২০১৪ থেকে ওই চুরির পয়সায় কেউ হাত লাগাতে পারে না। উপরন্তু ১.৫% থেকে ৩% সার্ভিস চার্জ দিতে হয় Errosion of Fund হয়েই যাচ্ছে। তাই এত চিড়চিড়ানি। রাহুল এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে মোদি হঠাও, মোদী হঠাও। কেন হে পাপ্পু, কেন সরাবো? সরিয়ে কি তোমাকে আনবো? সখের প্রাণ গড়ের মাঠ!

মাঠের কথা উঠলেই ফুটবলের কথা মনে পড়ে। ওরে বাপরে! একজন বঙ্গললনা পেলে মেসির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। তিনি নাকি একটানা একশোবার বল নাচাতে পারেন। পেলে তো একবার কলকাতায় এসেছিলেন। শোনেনি তো সেই অতুল প্রতিভাময়ীর কথা। কী করে পারবেন। পেলে তো এসেছিলেন মোহনবাগানে। বিরল প্রতিভা তখন ঘাপটি মেরে পড়েছিলেন 'ইস্টবেঙ্গল টেন্টে। মেসি জিজ্ঞেস করছেন– এটা কী করে হয়? অয় অয় Zনতি পারো না। আবার তারিণী সান..

–মৃত্যুকালে তোমার বাবার বয়স কত আছিলো?

রোগীর উত্তর ৫৮

–না না তোমার বাবার বয়স আছিলো ৮৬, বাপের বয়স তলে তলে বাড়ছে আছিল Zনতি পারো নাই...

আমরা কতো বেকুব। টাটা সাহেব চলে যাবার পরও পশ্চিমবঙ্গে তলায় তলায় এতো কারখানা চালু হয়ে গেছে আমরা Zনতি পারি নাই। তবে এটুকু জানি সিঙ্গুরের জমিতে তিনি কার্তিক মাসে সরষে বিচি ছড়িয়ে এসেছিলেন, এক কাচ্চা সরষেও জন্মায়নি। তবু চর্তুদিকে বাঙালি সমাজ চোখে সরষের ফুল দেখছে।

তিনি দাবি করছেন পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে বহু কারখানা উৎপাদন শুরু করেছে। যদি তাই হবে তবে পশ্চিমবঙ্গে জিএসটি কালেকশন জাতীয় প্রেক্ষাপটে কত পার্সেন্ট? জিডিপি তে কনট্রিবিশন কত শতাংশ? করোনাকালে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ভাই ঘরে ফিরেছেন, আবার বিপর্যয় শেষে কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ধরে রাখা গেল না কেন? হাওড়া–হুগলি–মেদিনীপুর জেলা স্কিল্ড লেবারদের হাব। মাইক্রোমিটার, ফেরোমিটার, স্ক্রুগেজ, এক দুই তিন সুতোর হিসেবে বহু সফিসটিকেটেড মেসিন তাঁরা উৎপন্ন করেছেন। বামেদের কম্পিউটার বিরোধীতার ফলে তারা কিছুটা পেছিয়ে পড়েছিলেন। ৮০ দশক থেকে পলায়ন শুরু হয়। ভাটিণ্ডা, সালেম, নয়ডা, বরোদা সর্বত্র সাধারণ বাজারে মাছ পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মার বাঙালি পুত্ররা আবার তাদের দাপট দেখাচ্ছেন। একটার পর একটা বেঙ্গল সামিট হয়ে যাচ্ছে। তিনি তার খাল পাড় মার্কা বিখ্যাত ইংরেজিতে লেকচার ঝাড়ছেন– য়ু উইল সি বিগ মাউনটেনস, টাইগারস ইন দা সুন্দরবনস... ডট. ডট; যেন শিল্পপতিরা এই কম্মো করতেই বাংলায় আসবেন এবং তাই দেখবেন যা আগে কখনও দেখেননি। একবার মুকেশ আম্বানিও কিয়ৎক্ষণের তরে এসেছিলেন। আম্বানিরও তাঁর থোবড়সহ ছবি খবর কাগজে বেরিয়েছিল। ফেরার পর মুম্বাইয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কি বেঙ্গলে ইনভেস্ট করবেন? মুকেশের সাফ জবাব– আপনারা কী চান আমি রেললাইনে মাথা দিই।

দরকার নেই ওদের। আমাদের আছে ৫০০ টাকার লক্ষ্মীর ঝাঁপি আর তাঁর দেওয়া নিদান। পুজোয় চা মুড়ি ঘুগনি বেচুন। ইলেকসনের আগে ডবল ডবল চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এখন জেনুইন কোম্পানির ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ব্যোমকালি, কলকত্তাওয়ালি, খাও হে মুড়ি, বাজাও হে তালি...।

লেখক কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপৃথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন উভয়ই পুণ্যকর্ম। ভগবান চান সকলেই তাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্তন করুন কারন তিনি সমগ্র জীবের সুহৃদ। ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা যে কেউ সমস্ত অবাঞ্ছিত বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ হন এবং ভগবানের প্রতি তার ভক্তিনিষ্ঠা দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। এই স্তরে ভক্ত ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেন এবং ইতর রজ ও তমোগুণ জাত প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। তাঁর ভগবদ্ভক্তির বলে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানালো প্রাপ্ত হন।

ফেসবুক বার্তা

এটা ডানকুনি স্টেশনে থাকা এক ভবঘুরে পাগলা রেল লাইনের পাথর দিয়ে স্টেশনের উপর মা দুর্গা বানিয়েছেন।শতকোটি প্রণাম সেই 'পাগল ' শিল্পীকে🙏

গন্ডগোল থামাতে গান গাইলেন পুলিশ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক্ষ্মী পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গন্ডগোল থামাতে গিয়ে মঞ্চে মাইক হাতে গান গাইলেন পুলিশকর্মীরা। আর পুলিশের এমন ভূমিকায় বেজায় খুশি ডায়মন্ড হারবার থানার কুলেশ্বর গ্রামের বাসিন্দারা।

জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে কুলেশ্বর গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল সেই সময় বেশ কয়েকজন যুবক অনুষ্ঠানে গন্ডগোল করে এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় জেরে রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন কুমার দে মিউজিশিয়ান ও শিল্পীদের কে ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয় গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য পুলিশকর্মীদেরকে মঞ্চে পারফর্ম করার নির্দেশ দেন। এর পরেই ডায়মন্ড হারবার থানার সেকেন্ড অফিসার রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, কনস্টেবল অমিত হালদার সহ বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল

বচসা যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কুলেশ্বর এলাকা বন্ধ হয়ে যায় লক্ষ্মীপুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিল্পীরাও নিজেদের জিনিসপত্র গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেন। অন্যদিকে ঘটনায় খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন কুমার দে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয়পক্ষের চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে গন্ডগোলের দিয়ে মঞ্চে একেবারে গায়কী কৌশলে একের পর এক গান শুনিয়ে মাতিয়ে দিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে এমনটা সিনেমায় দেখা যেত। গুরুদক্ষিণা সিনেমাতে আমরা দেখেছি ক্ষিপ্ত জনতা গান শুনে থেমে গেছে। ঠিক যেন তেমনই এক ঘটনা করল ওই দিন রাতে। যে পুলিশের হাতে লাঠি বন্দুক দেখে অভ্যস্ত মানুষ সেই পুলিশই গন্ডগোল থামাতে গিয়ে নিজেরাই স্টেজে গান গেয়ে পারফর্ম করায় বেজায় খুশি এলাকার বাসীন্দারা।

বেনিয়মের কার্নিভালে জীবন–যন্ত্রণার অট্টহাসি

দেবাশিস রায় : দেবীপক্ষ পড়ার আগে পুজো উদ্বোধন দিয়ে শুরু করে দুর্গাপুজো শেষ হল বিসর্জনের তিথি নক্ষত্র পেরিয়ে যাওয়া কার্নিভাল দিয়ে। শুদ্ধাচারে এসব অনিয়মের নজির সৃষ্টি করলেও শিল্প ও সংস্কৃতি ভাবনার আদিখ্যেতায় ভেসে গিয়েছে পুজোর আচার–বিচার। কয়েক দিনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের পর অসুর বধের হিসাব কষতে গিয়ে পাওনার অঙ্ক মূল্য থেকে নেমে মাইনাসে চলে গিয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীদের নাকের ডগায় পুলিশ–প্রশাসন সহ গ্রিন ট্রাইব্যুনালকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মহালয়ার ভোর থেকে রাজ্যজুড়ে লাগাতার নিষিদ্ধ শব্দবাজি, গভীর রাত পর্যন্ত তার স্বরে লাউডস্পিকারে তাণ্ডব চালিয়েছে শব্দাসুর। এই তাণ্ডব চলেছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এসবের পাশাপাশি দুর্গাপুজোর অসংখ্য মণ্ডপ চত্বর সহ মেলা প্রাঙ্গণে ভরে উঠেছিল নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সহ নানাবিধ আবর্জনায়। প্রতিমার বিসর্জনে চিরাচরিতভাবেই এবারও দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া পাড়ার পুকুর,ডোবা, খাল, বিল এমনকি নদীর জল দূষিত হয়েছে। পুজোয় মত্ত বাঙালির অজান্তে দিব্যি রয়ে গিয়েছে দূষণাসুর। রাজ্যজুড়ে প্রাণঘাতী ডেঙ্গি নিয়ে যে নিধন শুরু করেছে মশকাসুর তা অব্যাহত ছিল পুজোর মধ্যেও। এদের মারবে কে! ঢাল তলোয়ার ছেড়ে পুজোয় মশগুল পুরসভার মশকদমন বাহিনী চাড্ডি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এলাকার নালা–নর্দমা নোংরা জলে ভরে থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সরকারি হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে কার্যত ধুঁকছিল। শুধুমাত্র পুজোমণ্ডপ সহ আশপাশ এলাকায় জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধিমূলক কিছু কিছু

বাহারি পোস্টার এবং ফ্লেক্স সাঁটিয়ে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের ঢাক পেটানো হয়েছে। রোজগারের আশায় বিজ্ঞাপণের হোর্ডিং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল শহরের খোলা আকাশ। দৃশ্যদূষণের চরম প্রকাশের দিকেও হেলদোল নেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তাদের। এককথায়, বাঙালির শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গোৎসবকে ঘিরে কার্যত বেনিয়মের কার্নিভালে নৃত্য করেছে অসুরের দল। অথচ এরকম তো হওয়ার ছিল না। বিস্ময়ের সাথে এমনটাই অভিমত প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল। এই সভ্যসমাজে যেখানে একটা দায়িত্বশীল সরকার, জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসন রয়েছে, গ্রিন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, সর্বোপরি পাড়ায় পাড়ায় সিসিটিভি সহ সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশের প্রতিনিয়ত নজরদারি রয়েছে তা সত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় উৎসব পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আর বেনিয়মের বুলডোজার চলল। ২০২০ সালে করোনা হানা সত্ত্বেও সেবার মানুষ কিন্তু দুর্গাপুজোর আনন্দোৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। বিধিবদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি যতটা সম্ভব মেনে নিয়েই মানুষ পরপর দু'বছর করোনা আবহের মধ্যেই দুর্গাপুজোয় মেতে উঠেছিল। বলা যায়, উৎসবপ্রিয় মানুষকে করোনা কাবু করতে পারেনি। তবে, করোনা আবহে বিগত দু'বছর মানুষ যতটা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকের পরিচয় দিয়েছিল এবার সেই তাল কেটে গিয়েছে অনেকখানিই।মানুষের পাশাপাশি এবার সরকার কিংবা প্রশাসনেও অনেকখানি ঢিলেঢালা ভাবভঙ্গীর সুযোগে উৎসবমুখর পরিবেশে একশ্রেণির মানুষের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেনিয়ম ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।তার ফল ভোগ করতে হয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতাদের।একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনায় অসংখ্য শিশু, কিশোরের প্রাণহানির মতো বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সাক্ষী থাকতে হয়েছে এবারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শারদোৎসবকে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহলে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে জলপাইগুড়ির মাল নদী দেখিয়ে দিয়েছে পুজো মানে শুধু আনন্দ নয়, প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয়। এখনও দেবীপক্ষ কাটেনি। পুজো মিটতেই জেগে উঠেছে বাঙালির অপরাধ প্রবণতা। সংবাদ মাধ্যমে ফিরে এসেছে খুন, ধর্ষণ, ধরপাকড়ের শিরোনাম। এবার দীপাবলী, কালী পুজো, ছট পুজো আসছে। ফের শব্দাসুরের তাণ্ডব চালানোর মরশুম, প্রশাসন তৈরি তো?

মাতৃভূমি লোকালে মায়ের ভূমিকায় মহিলা আরপিএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন গ্রামবাংলার মায়েদের সুবিধার জন্য একটি লোকাল ট্রেন চালু করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'মাতৃভূমি' লোকাল। একমাত্র মায়েদের (মহিলা)জন্য এই লোকাল ট্রেন চালু হয়।

এবার সেই 'মাতৃভূমি' লোকাল ট্রেনের মধ্যে মায়ের ভূমিকায় দেখা গেলো এক আরপিএফ মহিলা জোয়ানকে।

বুধবার সকাল, ঘড়ির কাঁটা ৮ টার ঘরে। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং স্টেশন। স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে মাতৃভূমি লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু পরেই অর্থাৎ ৮ বেজে ৩৩ মিনিটে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

এমতাবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যাওয়ার জন্য অসুস্থ মা বোমেনা বিবিকে নিয়ে ক্যানিং স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার হেমনগর কোস্টাল থানার অন্তর্গত যোগেশগঞ্জের বাসিন্দা যুবক নজরুল গাজী। ভীড় এড়াতে অসুস্থ মাকে নিয়ে কি করবেন ভেবে

উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় ক্যানিং স্টেশনে কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ জওয়ান স্বর্ণলতা বিশ্বাস এগিয়ে আসেন। মায়ের স্নেহে অসুস্থ বোমেনা বিবিকে মাতৃভূমি লোকাল ট্রেনের কামরায় তুলে বসিয়ে দেন। পাশাপাশি বোমেনা বিবির সন্তান নজরুলকে ওই মহিলা জওয়ান জানিয়ে দেয়, কোন চিন্তা নেই। আমরা আছি। গড়িয়া স্টেশনে আপনার মাকে নামিয়ে দেবো। অসুবিধা হবে না। আপনি অন্য কামরায় গিয়ে বসুন।

মহিলা আরপিএফ জওয়ানের এমন মানবিক উদ্যোগ দেখে প্রথমেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যোগেশগঞ্জের যুবক নজরুল। তিনি হতবাক হয়ে যান।

নজরুলের কথায় আরপিএফ মহিলা জওয়ান এর এমন মানবিক ভূমিকা বিরল দৃষ্টান্ত। কী ভাবে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে হয় তা জনমানসে দেখিয়ে দিলেন ক্যানিং স্টেশনে মাতৃভূমি লোকালে কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ জওয়ান। ওনাকে স্যালুট জানাই। যদি অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে এমন ভাবে এগিয়ে আসেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আরো বেশি উপকৃত হবেন।'

অন্যদিকে ক্যানিং মাতৃভূমি লোকালের নিত্যযাত্রী কল্পনা, দেবিকা, অনিতা মন্ডল'দের দাবী প্রতিদিনই মাতৃভূমি লোকালে যাতায়াত করে থাকি। মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন প্রকার আপোস করেন না আরপিএফ মহিলা জোয়ান স্বর্ণলতা বিশ্বাস। কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক কর্তব্যের বিকাশ ঘটে চলেছে অনবরত। সত্যিই তাঁর মানবিক কর্তব্যপরায়ণতাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।'

ধর্ষনে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সাতোই অক্টোবর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে বাতাসপুর গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরে গ্রাম ষোলআনা কমিটির পক্ষে শালিসি সভা বসানো হয় কিন্তু সেখানে মীমাংসা না হওয়ায় ১৩ অক্টোবর দুপুরে লোকপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার বাবা। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ইস্তফা পার্থ ঘনিষ্ঠ ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হঠাৎ তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিলো নলহাটি দুইনং ব্লক সভাপতি বিভাসচন্দ্র অধিকারী । দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বিভাস। ইস্তফাপত্রে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছে। তৃনমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ এই বিভাসচন্দ্র অধিকারী। সিপিএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, যখন লুঠ ধরা হচ্ছে জেলে ভরা হচ্ছে তখন তারা তৃনমূল ছাড়তে চাইছে। মানুষ সব বোঝে। কয়েকবছর আগে বিভাসের অনুকূল আশ্রমে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় । গোরু পাচার তদন্তে গত এগারো আগস্ট বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই আধিকারিকরা । সামনেই নলহাটি পুরসভা নির্বাচন এবং পরেরবছর পঞ্চায়েত নির্বাচন । আর তার আগে বিভাসচন্দ্র অধিকারীর দলত্যাগ নিঃসন্দেহে তৃণমূলের কাছে এক বড়ো ধাক্কা – একথা বলাই যায়।

ঝড়খালীতে বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালী সবুজ বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় এবং ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপন হল। সবুজ বাহিনীর ১০০ জন মহিলা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পুত্র ও কন্যার মধ্যে ভেদাভেদ করা ঠিক নয় এবং কন্যা সন্তান হলেও তাকে যত্ন সহকারে লালন পালন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শপথ বাক্য এবং বক্তব্য রাখেন ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। ঝড়খালী সবুজ বাহিনীর কর্ণধার প্রশান্ত সরকার বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৭ অক্টোবর গভীর রাতে ৬০ নং জাতীয় সড়কে চিনপাই বাইপাস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের ধারণা।

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রামকৃষ্ণ মঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার দামোদর নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম সোমসার। গ্রামের দেবতা সোমেশ্বর শিবের নাম থেকেই এই গ্রামের নামকরণ। বিশাল উন্মুক্ত দামোদর নদীর চরের মাঝে স্বচ্ছ নির্মল জলের স্রোত। কৃষি কাজে নিযুক্ত মানুষের সরল জীবন যাপন। বিশাল বট অশ্বত্থ গাছের মাঝে শান্ত স্নিগ্ধ নির্মল জীবনের সহায়ক এই গ্রামেই জন্মেছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজ। বিরাট পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামিজী ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ। এবার তিন একর জমির উপর অবস্থিত তাঁর

জন্মস্থান ও আশ্রম অধিগ্রহণ করল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। সম্প্রতি অধিগ্রহণের পর এই আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছেন স্বামী অমলাত্মানন্দজি মহারাজ। তিনি বলেন, সোমসার খুবই পিছিয়ে পড়া গ্রাম । অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের বাস এখানে। এই গ্রামের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলতে এখানে বিনামূল্যে কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মন্দির, উপাসনা গৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় ছাড়াও প্রায় প্রতি মাসেই মানুষের প্রয়োজনে জামাকাপড়, কম্বল সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, সোমসার গ্রামের উন্নয়নে তারা নানা কর্মসূচি নিলেও আর্থিক সমস্যা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। তাই এই এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

বার্ধক্যজনিত রোগীদের চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বার্ধক্যজনিত রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা শিবির শুরু হলো নানুরে যেখানে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য এই শিবির মাসে চারদিন চলবে যার মধ্যে তিনদিন হবে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই। বাকি একদিন হবে পঞ্চায়েত ভিত্তিক। মুলত বোলপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ অমিত দুবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই ধরনের পরিষেবা চালু হলো নানুরে। বীরভূম জেলায় সর্বপ্রথম কোন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হলো এই বার্ধক্যজনিত রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা শিবির। বুধবার এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বোলপুর মহকুমাশাসক অয়ন নাথ। নানুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শৌভিক ঘোষাল, বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মধুসুদন পাল, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ দেবযানী মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো অনুযায়ী এক্সরে সহ অন্যান্য পরীক্ষা নিরিক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে শিবির থেকেই। এমনকি বয়স্কদের কথা ভেবে একজন ফিজিও থেরাপিস্টও হাজির থাকছেন। মহকুমাশাসক অয়ন নাথ বলেন, 'বয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক অসুবিধার কথা চিন্তাভাবনা করে এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হলো।' তবে বুধবার প্রথম দিনেই প্রায় শখানেক বয়স্ক মানুষ এই শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা পেলেন, আর তার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে যক্ষা সহ অন্যান্য রোগী হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ অমিত দুবে বলেন, 'চিকিৎসার জন্য বয়স্কদের হয়রানি কমাতেই এই উদ্যোগ । ধীরে ধীরে এই ধরনের পরিষেবা সব ব্লকগুলোতেই চালু করা হবে।'

জয়নগরের খুনের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার দূর্গাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে ধৃত সইদুল গাজীকে নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলায় জয়নগর থানার পক্ষ থেকে খুনের পুনর্নির্মাণ করা হলো।এদিন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী সহ এই কেসের তদন্তকারী এস আই তুহিন ঘোষ সহ এস আই দিগন্ত মন্ডল, এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম এই খুনের মূল অভিযুক্ত সইদুল গাজীকে সঙ্গে করে এদিন খুনের কাজে ব্যবহার করা অস্ত্র সহ খুনের এলাকায় গিয়ে খুনের পুনর্নির্মাণ করে।আর এই সমস্ত ঘটনার তথ্য ও ছবি নথিভুক্ত করা হয় এদিন জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য,বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারকের নির্দেশে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে আছে অভিযুক্ত সইদুল গাজী।এ দিন সাংবাদিকদের খুনের কাজে ব্যবহার করা অস্ত্র তুলে ধরেন জয়নগর থানার তদন্তকারী অফিসার ।দুই পরিবারের বিবাদের জেরে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিবেশীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল এক যুবকের বিরুদ্ধে।খুনের কিছু পরে গ্রেফতার করা হয়েছিল ঐ অভিযুক্তকে।সোমবার সকাল সাড়ে ৮ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছের এলাকায়। নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত

শুরু করেছিলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম হজরত গাজি (৩৯)। অভিযুক্তের নাম সইদুল গাজি। হজরত এবং সইদুল দু'জনেই জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর মিস্ত্রী পাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, নিহত হজরত দিল্লিতে দর্জির কাজ করতেন। তাই বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি সেখানে থাকতেন। পুজোর আগে দিন কয়েকের জন্য বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। কিছু দিন আগে প্রতিবেশী সইদুলের স্ত্রী তাঁদের বাড়ির দলিল হজরতের কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। এ নিয়ে সইদুল এবং হজরতের মধ্যে বিবাদ চলছিল বেশ কয়েক দিন ধরে।তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ জানতে পারে, গত সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্প মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন হজরত। সেই সময় আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন সইদুল। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হজরতের মুখ এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাথাড়ি কোপ বসান তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন হজরত। চিৎকার– চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনা স্থলে পৌঁছলে পালিয়ে যান সইদুল। তবে কিছু ক্ষণ পরে সইদুল জয়নগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত হজরতকে উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর বৃহস্পতিবার খুনের পুনর্নির্মাণ করে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তের কাজটা বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেলো বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

Office of the North Bawali Gram Panchayat

E– TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E– Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **386,387 &388** /NBGP/**(10)15th** CFCG Tied/**2022–23**, Dated: **12/10/2022** at different place within North Bawali GP under Budge Budge–II Dev. Block, South **24** Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is : **1/11/2022** at **1** PM. Detail will be available at the website : www.wbtenders.gov.in

Sd/–

Prodhan

North Bawali Gram Panchayat

সোনা পালিশের নামে প্রতারনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার চলছে প্রচার। তবুও আবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার ঘটনাস্থল ময়ূরেশ্বর থানার কলেশ্বর গ্রাম। এক্ষেত্রেও দিনেদুপুরে বাড়িতে ঢুকে অভিনব পদ্ধতিতে পরিবারের সদস্যদের বোকা বানিয়ে সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনা ঘটলো। ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে গ্রামেরই গৃহবধূ পায়েল ভট্টাচার্যের বাড়িতে মোটরবাইক নিয়ে দুই ব্যক্তি আসে। এরপর তারা বাসন ও গয়না পালিশের কথা বলে মোহজালে ভুলিয়ে কয়েক ভরি সোনার গহনা নিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও এরপর বিভিন্নভাবে তল্লাশি চালালেও ওই ব্যক্তিদের এখনো পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি । তবে ঘটনা যেন আবারও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সাধারণ মানুষকে সচেতন করাটা বোধহয় অতটা সহজ নয়। ময়ূরেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে জানান প্রতারিত গৃহবধূ পায়েল ভট্টাচার্য।

মহানগরে

মেট্রো মিস হলেই আধ ঘন্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি মেট্রো মিস করলেই স্টেশনের আরামদায়ক চেয়ারে পা দুলিয়ে কমপক্ষে ৩৬ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে বেহালা মেট্রোতে। আর এখানেই প্রশ্ন, চলতি মাসেই কালীপুজোর মধ্যেই জোকা – তারাতলার (অজন্তা সিনেমা) মধ্যে বেহালা মেট্রো চালু হলেও যাত্রী কতটা হবে তা নিয়ে জোর সংশয় আছে।

আসলে ওয়ান লাইন ওয়ান মেট্রো সার্ভিসে একটি ট্রেন দিয়েই বেহালা মেট্রোর শুভসূচনা হবে। এবং দিনভর তা-ই চলবে। দুই রুটেই সিগন্যালিং সিস্টেম এখনও বসানো হয়নি। তাই একটি লাইন দিয়ে একটি মেট্রোই ছুটবে। ট্রেনটি 'জোকা স্টেশন' থেকে ছেড়ে 'ঠাকুরপুকুর কলেজ স্টেশন' হয়ে ঠাকুরপুকুর স্টেট গ্যারেজস্থিত 'সখেরবাজার স্টেশন' হয়ে বেহালা 'চৌরাস্তা স্টেশন' হয়ে বেহালা 'নতুন বাজার স্টেশন' হয়ে পৌঁছবে অজন্তা সিনেমাস্থিত 'তারাতলা স্টেশনে' পৌঁছতে প্রায় ১৮ মিনিটে সাড়ে ছ' কিলোমিটার ট্রাক পথ অতিক্রম করে। ভাড়া পড়বে মাথাপিছু ১০ টাকা। আবার তারাতলা থেকে মাঝের চারটি স্টেশন টপকে জোকায় ফিরবে ফিরতি রুটে। সময় নেবে ওই ১৮ – ১৯ মিনিট। আর এই একটি ট্রেন আপ – ডাউন করতেই তা পেতে যাত্রীদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

আপাতত এই লাইনে ট্রায়াল রান শেষ। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি' এসে ছাড়পত্র মিললে, তবেই যাত্রী নিয়ে ছুটবে ট্রেন। আপাতত ঠিক হয়েছে, 'ওয়ান ট্রেন সার্ভিস' শুরু হবে এই লাইনে। মেট্রো আধিকারিকদের কথায় আগে আসলে যাত্রীদের কাছে চাহিদা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাত্রী বেশি হলে,পরে, তবেই নিশ্চয়ই পরিষেবা বাড়ানো হবে। আর পূর্বদিকেও একই অবস্থা নিউ গড়িয়াস্থিত কবি সুভাষ স্টেশন' – কবির রবি ঠাকুর মোড়স্থিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনে' প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার যাত্রা পথের পাঁচটি স্টেশনে।

অবৈধ হোর্ডিং, কিউআর কোড দেখুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা অবৈধ হোর্ডিং চিহ্নিত করতে কিউআর কোড চালু করছে। বিজ্ঞাপন এজেন্সি গুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হোর্ডিং-এ কিউআর কোড রাখতে হবে। মেটিয়াবুরুজ– তারাতলা–বেহালা–ঠাকুরপুকুর–জোকার সর্বত্র ওদিকে যাদবপুর এলাকার ১১ ও ১২ নম্বর বরোর আনাচে–কানাচে সর্বত্র অবৈধ হোর্ডিং-এর যে রমরমা কারবার চলছে তা বৈধ ও অবৈধর নিয়মকানুন গুলি জানলেই অতি সহজে বুঝতে পারবেন। কলকাতায় অবৈধ হোর্ডিং রুখতে পুর বিজ্ঞাপন দফতর এবার কোমরবঁধে পথে নামছে। বিজ্ঞাপন দফতর সূত্রে খবর, স্মার্ট মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে হোর্ডিংএর গায়ে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলে এজেন্সির নাম, তার ঠিকানা, পুরসংস্থার সঙ্গে এজেন্সির কতদিনের চুক্তিবদ্ধ সমস্ত কিছু মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। এমন কী ওই বিজ্ঞাপন এজেন্সি পুরসংস্থাকে নিয়মিত ট্যাক্স দিচ্ছে কী না তা–ও জানা যাবে।

কলকাতা পুর এলাকায় কলকাতা পুরসংস্থার হোর্ডিং রয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর হোর্ডিং রয়েছে আড়াই হাজারের কাছাকাছি। হোর্ডিং থেকে প্রতি বর্গফুটে ২০০ টাকা করে মাসিক ভাড়া নিয়ে থাকে পুর বিজ্ঞাপন দফতর। পুর সূত্রে খবর, ২৫ হাজার টাকার বেশি বিজ্ঞাপন কর বকেয়া রয়েছে। 'অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফিজ' খেলাপি এজেন্সির তালিকায় কলকাতার বুকে জ্বলজ্বল করা নামীদামী এজেন্সির নামও আছে। এই কিউআর কোড চালু হলে কর খেলাপি এজেন্সিগুলিকে অতি সহজেই কলকাতা পুরসংস্থার বিজ্ঞাপন দফতর চিহ্নিত করতে পারবে।

লেন্স বার্তা

পুজোর পর– পিকনিক গার্ডেনের পুকুর আবর্জনায় ভরা ছবি – অরুণ লোধ

দীপাবলির প্রস্তুতি মহেশতলার পটুয়াপাড়ায় প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। ছবি – অরুণ লোধ

পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটের পাতাইহাট সেবা সংঘের এবারের দুর্গাপুজো উৎসর্গকৃত হোলো নারীদের জন্য। নারী অধিকারের নানা বার্তায় ঘেরা মণ্ডপ হার মানাবে কলকাতার যে কোনো থিমকে। যৌথ প্রচেষ্টার ফসল প্রতিমা থেকে আলোকসজ্জা সবই এককথায় অতুলনীয়। ছবি : প্রণব গুহ

আক্ষেপ : হুগলি নদীর(গঙ্গা) দূষণ ঠেকাতে ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরসুনা কলেজ লাগোয়া ১ নং ঝিলে প্রতিমা বিসর্জনের মতো কলকাতা পুরসংস্থা এলাকার এমন প্রায় ৪৬ টি জলাশয়ে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সুব্যবস্থা কলকাতা পুরসংস্থার তরফে করা হয়েছে। কিন্তু এই হুগলি নদীতে বিসর্জনের সঙ্গে একটা ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কলকাতার এতো গুলো জলাশয়ে বিসর্জনের সংখ্যা নগণ্য। কলকাতার সব পুজো কমিটি হুগলি নদীতে বিসর্জনের জন্য আসছেন বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

মেট্রোরেলের কাজের জন্য আবার ১০ টির অধিক বাড়িতে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু বাজারে মেট্রোরেলের কাজের জন্য আবার ১০ টির অধিক বাড়িতে ফাটল দেখা দিল। এ বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আগামীকাল মেট্রোরেলের সঙ্গে মিটিং আছে। তাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার টিমও থাকবে। আমাদের কলকাতা পুরসংস্থার ইঞ্জিনিয়ারও থাকবে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই মিটিং গুলিতে মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কোনও উচ্চপদস্থ অফিসাররা আসছে না। সেরকম পদস্থ থেকে কেউ আসছে না। বহু বজারের সমস্যাটা ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে। এই সমস্যাটা মেটাতে গেলে রেলবোর্ডের থেকে সেরকম উচ্চপদস্থ লোককে আনতে হবে। যারা অর্থনৈতিক অনুমোদন দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। এই টেম্পোরারি প্ল্যাসটার এরকম করলে হবে না। আর মেট্রোরেলকে লাইনের কাজটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে। আর কাজ শেষ করার পর কমপক্ষে তিন বছর সেটেলমেন্টের জন্য বাড়ির মালিকের সঙ্গে রেলবোর্ডের থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ওই এলাকায় মেট্রোরেলের সামগ্রিক কাজ শেষ হওয়ার পর আগামী তিন বছরের মধ্যে বাড়ি গুলির যদি কোনও ক্ষতি হবে, রেল তার দায়িত্ব নেবে। যেহেতু পলিমাটি সেহেতু মাটি বসে যাচ্ছে। কংক্রিট পাইলিং করে ওই জায়গাগুলিকে পাইলিং করে দিতে হবে। আর সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সবক'টি বাড়ি পুরনো বাড়িগুলিকে ভেঙে নতুন বাড়ি যদি করে দেওয়া হয়। অবশ্যই স্থানীয় বাড়ির মালিকের

সঙ্গে কথা বলে আধুনিক প্রযুক্তির বাড়ি করে দিতে হবে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে, বসত বাড়িগুলিকে আলাদা জায়গায় আর ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত বাড়িগুলিকে আলাদা জায়গায় করে সুন্দর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। মহানাগরিক আরও জানান, আমি বারেবারে বহুবাজারের ওই বিপদজনক বাড়ি গুলিতে গেছি। বাড়ির লোক গুলির সঙ্গে কথাও বলেছি। আমাদের পুরপ্রতিনিধিরাও পাশে রয়েছে। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যে মেট্রোরেলের কর্তৃপক্ষ তারা উচ্চপদস্থ অফিসারদের পাঠাচ্ছে না এইসব এলাকায়। কন্ট্রাকটর স্তরের যারা কাজটা এক্সিকিউটিভ করে, তারা খুব ছোটো স্তরের অফিসারদের পাঠাচ্ছে বিভিন্ন মিটিং গুলিতে। যারা দায়দায়িত্ব নিতে পারবে এরা আসছে না। এটা আশ্বাস দিলে আমাদের পুরসংস্থা মনে করে কাজটা হয়ে যাবে। আর মেট্রোরেল যে অভিযোগ করছে তা ঠিক নয়, প্ল্যান ঠিক আছে কলকাতা পুরসংস্থা দিয়েছে। কিন্তু কাজটা কে করছে? কলকাতা পুরসংস্থা কী করছে? মেট্রোরেল কাজ করছে। তাহলে যে কাজটা করছে তাদেরই তো এখন দায়িত্ব নিতে হবে।

ভয়াবহ আকার নিচ্ছে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা কলকাতা যখন দুর্গোৎসবে আলোর রোশনাইয়ে ভাসছে নেতা মন্ত্রীরা পুজোয় ঢাক বাজাতে ব্যস্ত তখন কেউ খবরই রাখল না কলকাতার গলি ঘুজি বস্তির কথা। সেখানে অবাধে বিচরণ করলো ডেঙ্গু। ধীরে ধীরে কলকাতা জুড়ে কোভিডের থেকেও ভয়ংকর আকার নিচ্ছে এই প্রাচীন রোগটি। কিন্তু কোনও হেলদোল নেই কলকাতা পুরসভার। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার যে প্রান্তেই যাওয়া যাক না কেন দেখা যাবে নজরদারহীন আবর্জনা আর জমা জলের চিত্র। মাঝে মধ্যে দু–এক পশলা বৃষ্টিতে অবস্থা আরও ডেঙ্গু প্রবণ হয়ে উঠছে। গত বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের তরফ থেকে পুরসভার সদর দফতরে মেয়রকে ডেপুটেশন দিতে জমা হয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা। ডেঙ্গু তাড়াতে না পারলেও পুলিশ তাদের খেঁদিয়েছে এলাকা থেকে। সবটাই রয়েছে ভগবানের হাতে। রোজই হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যু। কলকাতা রয়েছে কলকাতাতেই।

চিনা কনস্যুলেটে জাতীয় দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের কনস্যুলেট জেনারেল চিনের প্রতিষ্ঠার ৭৩তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গত ২৮ সেপ্টেম্বর। কলকাতায় চিনা কনসাল জেনারেল মিঃ ঝা লিউ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি অনুরাগ শ্রীবাস্তব, ললিত কলা আকাদেমির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, বিজু জনতা দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়দর্শী মিশ্র, ভারতের প্রাক্তন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ পূর্ব ও উত্তর–পূর্বের ডিরেক্টর মনমীত সিং গোইন্দি, কলকাতা এমএমআইসি সন্দীপন সাহা, অল ইন্ডিয়া ওভারসিজ চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চেন ইয়াহুয়া সহ চিনা প্রতিনিধিদের সাথে প্রায় ৬০০জন উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ঝা তার বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেন, ৭৩ বছর আগে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চিনা জনগণ কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এমন এক উন্নয়নের পথ খুঁজে বের করার জন্য সংগ্রাম করেছে যা চিনের জাতীয়তার জন্য উপযুক্ত। তিনি আরও বলেন, চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম জাতীয় কংগ্রেস শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা, এমন একটি সংকটময় মুহূর্তে অনুষ্ঠিত যখন সমগ্র দল এবং সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর জনগণ সর্বাত্মভাবে একটি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার জন্য নতুন যাত্রা শুরু করছে। ভারত–চিন বন্ধুত্ব বাড়াতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সহযোগিতকে আরও গভীর করতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তারা উন্মুখ বলে জানিয়েছেন চিনা প্রতিনিধিরা। চিন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান–প্রদানের পাশাপাশি সিপিসি প্রতিষ্ঠার শতাব্দীর জন্য সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল পণ্যের একটি সিরিজ বিতরণ করা।

এখানে ওখানে

প্রতিযোগিতা : পুজোয় মিষ্টি মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজো মানেই চারিদিকে আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়। রন্ধনএবাঙালি ফেসবুক ফুড কমিউনিটির উদ্যোগে এবার ৫৬ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পূজা শুরু হয় মিষ্টিমুখ দিয়ে।

রন্ধনে বাঙালি হোমশেফদের সুযোগ করে দেন সারাবছর ধরে ফেসবুক ডিজিটাল দুনিয়ার মাধ্যমেই নানা রকম রান্নার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার।

কিন্তু এই প্রথমবার রন্ধনএ বাঙালি শুধুমাত্র ডিজিটালি আবদ্ধ না থেকে এবারের দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন বেলিয়াঘাটার ৫৬ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পূজা মণ্ডপে উমা আসার আনন্দে সকল মহিলাদের নিয়ে 'পুজোয় মিষ্টি মুখ' নামক একটি রন্ধন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

মিলিত হয়েছিলেন ওই অঞ্চল সংলগ্ন বহু বাড়ির মহিলা তথা হোমশেফরা। এছাড়াও বারাসাত, বাগনান, চাকদহ, আগরপাড়া, গিরিশ পার্ক থেকেও অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেনা অনেক হোমশেফরা। ওই দিন অতিথি ও বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফুড জার্নালিস্ট পাঞ্চালি দত্ত।

বিচারকের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষিত হয়। বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার তো সকলেই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলের জন্যই ছিল অজস্র পুরস্কার।

রন্ধনে বাঙালির কর্ণধার নবনীতা ব্যানার্জী বোস জানান, 'একটা সময় রান্নাঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই মহিলাদের বেশিরভাগ জীবনটাই অতিবাহিত হয়ে যেত। মাছের ঝোল রেঁধে পরিবারের প্রিয় মানুষটিকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো কেমন হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার উত্তর আসতো মাছের ঝোলটা মাছের ঝোল এর মতনই খেতে হয়েছে। আজও অনেকের এইভাবে জীবন অতিবাহিত হলেও দিন বদলেছে। মানুষকে বুঝতে হবে রন্ধন একটি শিল্প। নিজের ভালোলাগাগুলিকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র পরিবারের মানুষগুলির জন্যই রান্না করলে চলবে না। সংসার করতে করতে নিজেদের যে গুণগুলি চাপা পড়ে গেছে সেগুলি সকলের সামনে মেলে ধরার দায়িত্ব নিতে হবে নারীকেই। প্রতিটি নারীই হলো মর্ত্যের দশভূজা।' আগামী দিনে এই ধরনের আরো অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে নবনীতা জানান, 'শুধুমাত্র ফেসবুক রান্নার গ্রুপ হিসেবে নয় প্রতিটি পরিবারের সদস্য হয়ে উঠুক আমাদের রন্ধনএ বাঙালি।'

রাজমিস্ত্রীর কাজ করে লিখে ফেলেছেন সাড়ে চারশো কবিতা

ক্যানিং থানার অন্তর্গত সাতমুখী বাজার। সেখানে সাতটি রাস্তার সংযোগস্থল রয়েছে। সেই সাতটি রাস্তার ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোডের পাশেই দুমকী গ্রাম। প্রতিনিয়ত এই পথ দিয়েই প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। বিভিন্ন গাড়ির আওয়াজে কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ার উপক্রম। রাস্তা পাশেই ছোট্ট একটি ভাঙাচোরা ঘরেই বসবাস করেন বছর আটত্রিশ বয়সের বাপ্পাদিত্য সরদার। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গাড়িঘোড়ার হর্ন ও ইঞ্জিনের বিকট শব্দকে উপেক্ষা করে গভীর রাতে একমনে লিখে চলেছেন এক একটি কবিতা। ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫০ ও বেশি কবিতা লিখে ফেলেছেন তিনি। সবথেকে বড় কবিতাটি ১৬০ লাইনের।

বাবা বিনয় সরদার। মা শৈল্যবালা সরদার। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে ছোট বাপ্পাদিত্য। অভাব অনটনের মধ্যে তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেও ছোট ছেলে পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় তার স্কুল বন্ধ করেনি সরদার পরিবার। দরিদ্র পরিবারে কোন রকমে ছেলের পড়াশোনা খরচ যুগিয়ে গিয়েছিলেন বিনয় বাবু। বাপ্পাদিত্য অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা কালীন কবিতা লেখা শুরু করে। তার প্রথম কবিতা নতুন ইতিহাস বিদ্যালয়ের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলের মন কেড়ে নিয়েছিল।এরপর পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা

হলেও মাধ্যমিক দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছা থাকলেও দারিদ্রতার জন্য যবনিকাপাত ঘটে পড়াশোনার। পরিবারের হাল ধরতে রাজমিস্ত্রী কাজ বেছে নেন বাপ্পাদিত্য। এরপর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বারুইপুরের কুড়ালি এলাকার গীতা দেবীকে বিয়ে করেন। সুস্মিতা ও পরিচয় নামে দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে বাপ্পাদিত্য'র। অভাব অনটন আটকাতে বাড়ির পাশেই রাস্তার ধারে একটি বই দোকান করেন। দোকানের নাম ছেলেরই নামেই নামকরণ করেন 'পরিচয়'। সময় পেলেই দোকানে বসে কবিতা লিখতেন। অবশেষে দোকানে তেমন ভাবে বিক্রি না হওয়ায় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে আবারও রাজমিস্ত্রী কাজে যোগ দেন। অভাব অনটনের জন্য তার কলম কোন দিনের জন্য থেমে থাকেনি। এমনকি তার কবিতা লেখার জন্য তাঁর স্ত্রী গীতা দেবী প্রতিনিয়ত ভরসা যুগিয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর দুই ছেলেমেয়ে তাঁর স্বরচিত কবিতা জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে। তার প্রতিটি কবিতায় উঠে এসেছে দরিদ্র অসহায় মানুষের কথা, দেশের এবং বর্তমান রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের কথা।

বাপ্পাদিত্য জানিয়েছেন লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। লেখার অভ্যাসও ছিল তার সেজন্যই শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রচুর গল্প–কবিতার বই পড়তেন। দারিদ্রসীমার নীচে বাস করা একটি পরিবারের ছেলে তিনি। যার জানার আগ্রহ ছিল অসীম, পাশে সেভাবে কাউকে না পেলেও পেয়েছেন নিজের স্ত্রী,সন্তানদের।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁর কবিতা শুনে সমাজের অনেকেরই ধারণা এটা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তাঁরা আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। শুরু করলেন ব্যঙ্গ–বিদ্রুপ। হাজারো মানুষের ব্যঙ্গ–বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে রাজমিস্ত্রীর কাজের অবসরে তিনি আজও কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন।অর্থনৈতিক অনটনের জন্য কোন কাব্য প্রকাশিত করতে পারেন নি। তবে তাঁর আশা কোন একদিন সহৃদয় সাহিত্যপ্রেমী মানুষের সান্নিধ্যে তার কাব্য প্রকাশিত হবে এবং কবি বলে পরিচিত হবেন।'

প্রতিবেশী দুলাল গায়েন,রমেশ চন্দ্র সাউ,বিজন নায়েকদের কথায় বাপ্পাদিত্য সরদার আমাদের গর্ব। একদিন না একদিন ওর কবিতা জনসমক্ষে প্রকাশিত হবেই। এবং সেদিন কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে আমাদের গ্রাম দুমকি সহ সমগ্র ক্যানিং মহকুমার মুখ উজ্জল করবে।'

মাঙ্গলিকী

কার্নিভাল ক্রেজ : আগামির সলতে পাকাচ্ছে গ্রাম–শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কার্নিভাল ক্রেজ! এবারে দুর্গাপুজোর কার্নিভালকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে জেলা সদরগুলিতে যেভাবে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে তাতে আগামিবার এর প্রভাব পড়তে চলেছে শহর থেকে গ্রামগুলিতেও। এমনই সম্ভাবনার কথা জানা গিয়েছে বিভিন্ন জেলার একাধিক শহর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির পুজো উদ্যোক্তা সূত্রে। এরাজ্যের বহু জায়গায় দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন নিয়ে একটা উন্মাদনা রয়েইছে। বেশ কিছু জায়গায় তা শোভাযাত্রার আঙ্গিকেও এলাকাবাসীর কাছে তুলে ধরার অভিনব ও চিরাচরিত রেওয়াজ দেখা যায়। বঙ্গবাসী এতদিন বিভিন্ন প্রতিমার শোভাযাত্রা কিংবা প্রসেশনেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু, পরিবর্তনের রাজত্বে বিগত কয়েক বছর আগে হঠাৎই দুর্গাপুজোকে ঘিরে কার্নিভালের প্রচলন হল।

কার্নিভালের উন্মাদনা এবার রাজ্যের জেলা সদর শহরগুলিতেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র দুর্গোৎসবের এই রাজকীয় কার্নিভালে মেতে ওঠে অসংখ্য পুজো উদ্যোক্তা। তবে, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন চলাকালীন উত্তরবঙ্গের মালবাজারে মাল নদীতে হড়পা বানের কারণে উৎসবে ছন্দপতন ঘটে যায়। অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে বিষাদময় জলপাইগুড়িতে এই কার্নিভাল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুর্গাপুজোকে ঘিরে জেলা প্রশাসন আয়োজিত কার্নিভালে প্রতিমার পাশাপাশি ছিল হরেকপ্রকার বাজনা, আলোকসজ্জা, নৃত্য, নানাবিধ থিমসহ ট্যাবলো, রাজ্য সরকারের প্রশস্তিসূচক অসংখ্য ব্যানার প্রদর্শন প্রভৃতি। এমনকি, মফঃস্বল শহর বর্ধমানে বলিউড তারকা অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডেকে এনে এই কার্নিভালের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রশাসনিক আধিকারিক সহ হাজারো মানুষের এই উন্মাদনার মধ্যেই উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ শহরের কার্নিভালে একটি উন্মত্ত ষাঁড়ের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করতে হল এক বৃদ্ধকে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় কার্নিভালের এমনই ক্রেজ তথা উন্মাদনাময় পরিবেশ রচিত হয়েছিল যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এই কার্নিভাল নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা, সমালোচনা সহ বিস্তর জল্পনার বিরাম নেই। তবে, বরাবরই নতুন কিছু ভাবনার স্রষ্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত ইংরেজি শব্দ কার্নিভাল (Carnival)–এর ধাক্কায় 'শোভাযাত্রা' কিংবা 'প্রসেশন' শব্দগুলির যে উৎসবপ্রিয় বাঙালির কাছে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' ঘটবে তা কখনও কল্পনা করা যায়নি। আবারও উৎসবের আবেগে বাংলা হেরে গেল ইংরাজি পরিভাষার কাছে। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম সর্বত্র চর্চায় শুধুই 'কার্নিভাল'। 'শোভাযাত্রা' কিংবা 'প্রসেশন' শোনা যাচ্ছে না বললেই চলে। কার্নিভাল শব্দের আক্ষরিক অর্থ ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা। অন্যদিকে, রোমান ক্যাথলিকদের একটি উৎসবও হল কার্নিভাল। কিন্তু, যে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব উদযাপিত হয় সেখানে কিনা এভাবে 'কার্নিভাল'–এর জবরদখল! বোধ হয় কার্নিভাল শব্দটায় বেশ একটা জমাটি ব্যাপারস্যাপার রয়েছে। আর কার্নিভালের সঙ্গে ক্রেজ শব্দটি একটু জুড়ে দিতে পারলে তো আর কথাই নেই। একেবারে 'কার্নিভাল ক্রেজ' যাকে বলে আর কী! এমনকি, উৎসবের উন্মত্ততা বললেও অত্যুক্তি হবে না। সে যাই হোক, এখন রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং বর্ধিষ্ণু গ্রামের অসংখ্য দুর্গাপুজো উদ্যোক্তারাও আগামি বছরে নিজ নিজ এলাকায় কার্নিভালের সলতে পাকাতে শুরু করেছে। ওই সকল পুজো উদ্যোক্তার দাবি, এতদিন তারা নিজের সুবিধামতো পৃথক পৃথক দিনে বিভিন্ন বাদ্যবাজনা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জনের একটা সাধ্যমতো আয়োজন তো করেই আসছে। এবার সেই প্রতিমাগুলি নিয়ে যদি একইদিনে সুশৃঙ্খলভাবে একটা কার্নিভালের রূপ দেওয়া যায় তাতে উৎসবের আনন্দ আরও কিছুটা বেড়ে যাবে। এবারে পুজো কার্নিভালকে কেন্দ্র করে জেলা সদরগুলিতে প্রশাসনের যেমন অভাবনীয় তৎপরতা চোখে পড়েছে তা থেকেই বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের দুর্গাপুজো উদ্যোক্তারা এমনতর কার্নিভালের জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত এবং আশাবাদী হয়ে পড়েছে। এখন এটাই দেখার যে, আগামিবারে দুর্গাপুজোর জন্য পাকানো কার্নিভালের সলতে সত্যিই জ্বলে ওঠে কিনা।

দুর্গা নয়, লক্ষ্মীপুজোয় মাতে বিষ্ণুপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজোর পরিবর্তে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম।ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার জন্য এই গ্রামের শত শত বাসিন্দা বছরভর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। এবারও যার অন্যথা হয়নি। এখানকার জমজমাট লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে রবিবার থেকে চারদিন ধরে কার্যত গ্রাম্য উৎসব শুরু হয়েছিল বিষ্ণুপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামের অসংখ্য মানুষ কর্মসূত্রে দিল্লি, জয়পুর, কলকাতা, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি জায়গায় থাকেন। এরা সাধারণত স্বর্ণালঙ্কার তৈরি শিল্পের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। তবে, বেশিরভাগই গয়না শিল্পের কারিগর। দূর–দূরান্তে থাকার সুবাদে এদের মধ্যে অনেকেই ঘন ঘন বাড়ি ফিরতে পারেন না। কেউ কেউ বছরে একটিবার মাত্র বাড়ি আসতে পারেন এবং সেটা এই সময়ে। প্রায় তিন দশক আগে এখানকার গয়না শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা কর্মসূত্রে যেহেতু দুর্গাপুজোয় বাড়ি আসার জন্য সুযোগ পান না তাই লক্ষ্মীপুজোয় টানা ছুটি নেবেন। তারপর গ্রামে ফিরে জাঁকজমকের সাথে লক্ষ্মীপুজো করবেন। সেই শুরু হল, এখনও সমানে চলছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুর গ্রামে তিনটি জায়গায় আড়ম্বরের সঙ্গে লক্ষ্মীপুজো হয়। গিনি স্টার পুজো কমিটির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা সুদেব সরকার বলেন, কাজের চাপে দুর্গাপুজোর আনন্দে আমরা মাততে পারি না। সেই কষ্টটা আমরা ভুলে যাই লক্ষ্মীপুজোয় মেতে উঠে। বিষ্ণুপুর গ্রামের এই পুজোকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েক হাজার মানুষের ভিড়ে কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়।

কল্পতরু পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কামারপোল কল্পতরু যুব সমিতির উদ্যোগে মহাসপ্তমী তিথিতে 'কল্পতরু' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও সভা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক দিগ্বিজয় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক মনোজ দেবসরকার, কবি রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সম্পাদক তুষার হালদার। এদিন প্রয়াত সমাজসেবী অপরেশ হালদার স্মরণে যে আছে মাটির কাছাকাছি নামে একটি পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা পুলিশ অফিসার মিতুন কুমার দে।

কবি রফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক মনোজ দেবসরকার, কবি ও সঙ্গীত শিল্পী সুব্রত মণ্ডল প্রমুখ কয়েকজন এই সভায় সংবর্ধিত হন। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন কবি সাহিত্যিক সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৃজা বিশ্বাস, কৃত্তিকা মণ্ডল ও সাহেরি বিশ্বাস প্রমুখ।

জুটি বাধছে দিব্যজ্যোতি ও প্রিয়াঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে নতুন গানে জুটি দিব্যজ্যোতি দত্ত ও প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। পরিচালনায় নবাগত পরিচালক অর্ক কিরন গুহ। ড্রামাটিক স্যাড এই গানের নাম 'মিলন হবে কতো দিনে'। ইতিমধ্যে গানটির শ্যুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে। এর আগে দিব্যজ্যোতি দত্ত ও প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যকে মেগাসিরিয়ালের প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছে বারবার। এই প্রথম দুজনকে দেখা যাবে এ মিউজিক ভিডিও তে। গানটির প্রযোজক হিসাবে রয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য নিজেই। গানটি মুক্তি পাবে এই দেওয়ালীতে। গানটি গেয়েছেন অদিতি বোস। অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য জানান, এই প্রথম আমার প্রযোজনাতে প্রথম প্রজেক্ট আসছে। প্রথম থেকে চেয়েছি আমার প্রযোজনার প্রথম প্রজেক্ট খুব ভালো হোক। সেই জায়গা থেকে মিলন হবে কতো দিনে খুব পরিচিত একটি গান। নতুন ভাবে আমরা উপস্থাপনা করছি। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।

রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে গান কবিতার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাওড়া রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে একটি গৃহে কবিতাপাঠ, গানে গানে অনুগল্পে এবং আলোচনায় জমে উঠেছিল বিজয়া সম্মেলনী। 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' সংস্থার নিজস্ব ব্যানারে আয়োজিত কোলাজেই সেজে উঠেছিল এইদিনের বৈকালিক অনুষ্ঠান।

প্রথমেই জয়িতা চ্যাটার্জীর কণ্ঠে শোনা যায় 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'। এরপর কবিতা পাঠ করে শোনালেন বেলঘরিয়ার সঙ্গীত শিল্পী অপরাজিতা ঘোষ। তার সুরেলা কণ্ঠ মুগ্ধ করল দর্শকমণ্ডলীকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে এদের একজোট করার নেপথ্যে ছিলেন রং ছাড়া রঙিন ছবিকার কোলাজ সম্রাট তপন সাহা এবং হাওড়ার সঙ্গীত শিল্পী সুতপা পাহাড়ী। তপনবাবুর এই অভিনব চিন্তাধারাকে তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রকাশ করে চলেছেন। তপনকে নিয়ে কবিতা লেখেন রিষড়ার কবি হিমাদ্রী বন্দোপাধ্যায়। সুতপা পাহাড়ীর নিবেদন ছিল জটিলেশ্বর মুখার্জীর কথা ও সুরে 'পার করে দে বলবো না আর'। অনুগল্প পাঠ করেন দমদমের সুপর্ণা চাকী। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা কাবেরী রায় রামকৃষ্ণপুর ঘাট সম্পর্কে ইতিহাস শোনান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানীর কাছে বৃক্ষরোপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুমন রাজমল্ল, ফটোগ্রাফার রঞ্জন দাস, রাজশ্রী সেনগুপ্ত, বাবু শর্মা, রীতা বাড়ুই, সুজাতা পাঁজা, কাকলী ষণ্ড।

দিল্লিতে দুর্গাপুজো করলেন কলকাতার তিন মহিলা পুরোহিত

মলয় সুর : সমাজের চিরাচরিত চিন্তা ধারার বদল ঘটিয়ে কলকাতার তিন মহিলা পুরোহিত দিল্লির গাজিয়াবাদে নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকে দুর্গাপুজো করলেন সব নিয়ম বিধি মেনে। এর দ্বারা খোদ দিল্লির গাজিয়াবাদে ইতিহাস স্থাপন করলেন কলকাতার মহিলারা। গাজিয়াবাদে শালিমার গার্ডেন মহিলা সেবা সমিতি দুর্গাপুজো কমিটি এই পুজোর আয়োজক। মহিলা পুরোহিতরা হলেন গৃহবধূ বর্ণালী ঘোষাল (৫৪), শিক্ষিকা স্বপ্না বিশ্বাস (৪৫), ও সর্বকনিষ্ঠ সঙ্গীত ও বাচিক শিল্পী দীপ্তশ্রী গাঙ্গুলী (২৪)। দীপ্তশ্রী জানান, এই প্রথম বহুদূরে কোনও বারোয়ারি পুজো কমিটির দায়িত্ব নিয়ে পুজো করা। মা দুর্গার আবাহন সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা। বর্তমানে নারী সব কাজে পারদর্শী। কেন পৌরহিত্যে নয়। এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে তিন নারীর কাঁধে এবারে পুজোর দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন মহিলা কমিটির উদ্যোক্তারা। নারী পুরুষের ভেদাভেদ নয়। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সর্বক্ষেত্রে সফল। এমনকি উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরের দুজন মহিলা ঢাকি সুজাতা চৌধুরী ও নীলিমা ঘোষ সেখানকার পুজোয় ঢাক বাজালেন। এখানকার প্রতিমা কলকাতার কুমোরটুলী থেকে নিয়ে আসা হয়। 'অনন্য নারী' মহিলা সেবা সমিতির সদস্য ২৫ জন। সংগঠনের সভাপতি তথা দিল্লির স্কুলের প্রিন্সিপাল পাপড়ি চক্রবর্তী বলেন, দিল্লির বুকে এই ধরনের পদক্ষেপ এটাই প্রথম। পুজোর চারদিন সন্ধ্যায় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শারদ অর্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার দুর্গাপূজা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক ও সংগ্রাহক সুমিত গুপ্তা ১ অক্টোবর এবারের দুর্গা মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এ জেলার দুর্গোৎসব কমিটিগুলি থেকে কারা কারা এবারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান, ২২' – এর স্বীকৃতি পেল, তাদের নাম ঘোষণা করেন। আলিপুর সদর মহকুমার ২৯ টি, কাকদ্বীপ মহকুমা থেকে ২৭ টি, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা থেকে ২০ টি, বারুইপুর মহকুমা থেকে ১৭ টি এবং ক্যানিং মহকুমা থেকে ৯ টি পূজা কমিটির। তার মধ্যে থেকে সর্বমোট ২১ টি পূজা কমিটিকে এবার সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদের নিয়েই ৭ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪ টেতে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কুলপিতে দুর্গাপূজা 'কার্নিভালে'র আয়োজন করা হয়।

জেলার 'সেরা পূজা' বিভাগে আছে বারুইপুর মহকুমার পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব ও উত্তর উকিল পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (ভাই ভাই সঙ্ঘ), ক্যানিং মহকুমার মিঠাখালি সর্বজনীন দুর্গোসব কমিটি (ক্যানিং), ডায়মন্ড হারবার মহকুমার বেলসিংহ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং আলিপুর সদর মহকুমার মোদি ভারতী সংঘ।

'সেরা প্রতিমা' বিভাগে সম্মানিত হয়েছে বারুইপুর মহকুমার গড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার সায়ক গোষ্ঠী দুর্গাপূজা কমিটি, কাকদ্বীপ মহকুমার গদামথুরা তৃতীয় খন্ড সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (পাথরপ্রতিমা) এবং আলিপুর সদর মহকুমার বাটানগর নিউ ল্যান্ড পূজা কমিটি ও জগতলা প্লেয়ার্স কর্ণার ক্লাব।

সেরা 'মন্ডপে'র সম্মাননা পেয়েছে বারুইপুর মহকুমার বারুইপুর প্রগতি সংঘ, বারুইপুর সাহাপুর ৭/৮ পল্লি এবং ফুলতলা দুর্গোৎসব কমিটি, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবং নতুন পোল যুবকবৃন্দ সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবং আলিপুর মহকুমার রামচন্দ্রনগর নেতাজী সুভাষ ক্লাব এবং বজবজ হালদার পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

সেরা সমাজ 'সচেতনতা' সম্মাননা পেয়েছে তিনটি পুজো কমিটি। ক্যানিং মহকুমার ক্যানিং হাই স্কুল পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার চন্দপুর মিলন সংঘ (মন্দিরবাজার) এবং আলিপুর সদর মহকুমার সারেঙ্গাবাদ বটতলা সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি। জেলাশাসক জানান, এবার জেলায় সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত পুজো হচ্ছে ২,৭২২ টি। জেলার পূজা কমিটিদের সমস্ত রকম পার্মিশন এবার অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে একটি পোর্টাল তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। জেলার 'সেরা পূজা' কমিটিরা শারদ সম্মাননা হিসাবে পায় ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি। জেলার সেরা প্রতিমা' পায় ৩০ হাজার টাকা ও ট্রফি। জেলার 'সেরা মণ্ডপ' ২০ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং সেরা 'সমাজসচেতনা' পায় ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি। আলিপুর পুলিশ কোর্ট চত্বরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এদিনের শারদ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ছাড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, আলিপুর সদর মহকুমার মহকুমা শাসক এবং জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়ার চিঠি' লেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার শকুন্তলা পার্কের সন্নিকটে 'বালাজী ম্যারিগোল্ড আবাসনে' প্রথম বর্ষের শারদোৎসবের শেষ বেলায় ৫ অক্টোবর আবাসিক বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে এক অভিনব অনুষ্ঠানে দেখা গেল এক অন্য আবেগ ও এক অন্যরকম উন্মাদনা। আজকের হোয়াটস অ্যাপ–এসএমএস–'মেসেঞ্জার–ফেসবুকে'র ভার্চুয়াল পৃথিবীতে যেমন প্রায় অবলুপ্ত 'বিজয়ার চিঠি' লেখা, তেমনই প্রণামের 'ইমোটিকনে'ই আটকে থাকছে বিজয়ার প্রণাম ও প্রণামের আবেগ। এই কথাই ভাবায় স্থানীয় শুভায়ন পার্কের সংস্কৃতিপ্রেমী বাসিন্দা তাপস রায় ও তরুণ অধ্যাপক নীলাভ রায়কে। আর এই ভাবনাকে সার্থক রূপ দিতে তাদের পরিচালনাতেই বালাজী ম্যারিগোল্ডের মহিলারা দশমীর দেবীবরণের পূর্বে কাগজ–কলম নিয়ে বসে পড়লেন 'বিজয়ার চিঠি' লেখায়। নিজেদের মায়েদের উদ্দেশ্যে বিবাহিত মহিলাদের 'বিজয়ার চিঠি' লেখার এই অভিনব প্রতিযোগিতায় কমবেশি ১২ জন প্রতিযোগিনীর মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার হিসেবে বেহালার স্বনামধন্য 'দৃষ্টি আই কেয়ারে'র তরফে একটি করে কফি মগ এবং বিজয়ার চিঠি লেখায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকল মহিলাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ একটি করে বলপেন হাতে পাওয়ার আনন্দ মুহূর্তে ওই আবাসিক মহিলাদের অশ্রুজল বুঝিয়ে দিল, এই 'বিজয়ার চিঠি' লেখাতেই বুঝি ফিরে ফিরে আসবে মা–মেয়ের আত্মিক যোগাযোগের আখ্যান।

জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজোয় কাউন্ট ডাউন শুরু চন্দননগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরে বেজে উঠল আগমনীর আনন্দ সুর সঙ্গে উৎসবের মেজাজ। দুর্গাপুজোর দশমীর দিন ও কোজাগরী লক্ষ্মী পুজার দিন থেকেই এই শহরে শুরু হয়ে গেল মা জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজো। প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর ঠিক একমাস পরে পূজিতা হন দেবী জগদ্ধাত্রী। কলকাতার দুর্গা পুজোর মতো সমাগম হয় এই শহরে। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক শিল্পীদের হাতের নৈপুণ্যে ফুটে ওঠে নানা কারুকাজ। পুজোর কয়েকটা দিন স্থানীয় মানুষজন মেতে ওঠেন আনন্দের আবহে। দশমীর দিন চন্দননগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী বিসর্জন বাংলার এক ঐতিহ্য, আলোকসজ্জা ও শোভাযাত্রা দেখতে ভিড় করেন লাখ লাখ মানুষ। দু'বছর অতিমারী করোনার পর এবার শোভাযাত্রায় চমক দিতে কোমর বাঁধছে প্রত্যেক পুজো কমিটি। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ শুভজিৎ সাউ বলেন, কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৭১টি পুজো হচ্ছে। এর মধ্যে ভদ্রেশ্বর থানার অধীনে ৪২টি পুজো আছে। এছাড়াও মানকুণ্ডুতেও বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপ রয়েছে। এবছর বেশ কয়েকটি বারোয়ারির জুবিলি রয়েছে।

ফলে নানা সাজে জগদ্ধাত্রীর পুজো মণ্ডপ সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যেই কমিটিগুলির মধ্যে জোর প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চন্দননগর জ্যোতি সিনেমা হলের কিছুটা দূরে জিটি রোডের ধারে গোপাল বাগ সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবার হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালন করছে। এই পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুজয় চট্টোপাধ্যায় ও রাজকুমার দাস বলেন, এবার শিবালয় দেখতে পাওয়া যাবে তাদের মণ্ডপে। অনায়াসে মানুষ দুর্গম শিবালয় দর্শন করতে পারবেন। কমিটিতে রয়েছেন সভাপতি রজত বোস ও বিমল ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ পার্থ মুখার্জি ও অভিজিৎ ধর। পুজো কমিটি আয়োজন করতে চলেছে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এছাড়াও প্রবর্তক আবাসিক ছাত্রদের জামাকাপড় বিতরণ ও নৈশ ভোজ। শোভাযাত্রা বস্তুত চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার বিপননের শো–কেস। এই সময় দেশ বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক চন্দননগরে আসেন। এবারেও বহু মানুষ আসবেন বলে উদ্যোক্তারা আশা করছেন। এই ফরাসি শহরে এখন সাজো সাজো রব চতুর্দিকে।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ

লা লিগা ফুটবল স্কুলের ছাত্র কাজলের স্বপ্নপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ১৭ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচে জাতির ঐতিহাসিক উপস্থিতিতে ভারতীয় জার্সি পাওয়া ১৬ বছর বয়সী কাজল ডিসুজার জন্য এটি একটি স্বপ্ন-প্রকৃত মুহূর্ত ছিল। শুধু কাজল নয় লা লিগা ফুটবল স্কুলগুলির জন্য এটি একটি বিশাল মুহূর্ত, যা লা লিগা এবং ইন্ডিয়া অন ট্র্যাকের যৌথ প্রকল্প।

লা লিগা ফুটবল স্কুল প্রকল্পটি ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল এবং তারপর থেকে ভারতে ১০০০০ টিরও বেশি শিক্ষার্থী জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কাজল তাদের মধ্যে একজন, যিনি ২০১৮ সাল থেকে পুনের এলএলএফএস সেন্টারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কাজল বলেন, "জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়া এবং ফিফা বিশ্বকাপে খেলা আমার জন্য সর্বোচ্চ সম্মানের। শৈশব থেকেই ফুটবল আমার প্যাশন এবং লা লিগা ফুটবল স্কুলে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া স্বপ্ন ছিল। আমি পুনে কেন্দ্র থেকে আমার কোচদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁদের শিক্ষায় আমাকে মাইলফলকে পৌঁছানোর জন্য, আমাকে সমর্থন করার জন্য।''

এলএলএফএস প্রকল্পটি ভারতীয় ফুটবল কোচ এবং প্রোগ্রামগুলির প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে গভীর প্রভাব বিস্তারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

"আমরা ভারতে এই প্রকল্পটি চালু করার চার বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের অসাধারণ প্রতিভা এবং দক্ষতা দেখেছি। কাজল ছিলেন এমনই একজন অসাধারণ খেলোয়াড় এবং আমরা আনন্দিত যে তিনি তার প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমকে বিশ্বের মঞ্চে ভারতের জন্য একটি চিহ্ন তৈরি করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা তার এবং অন্যান্য ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করতে থাকব এবং এই অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের জন্য তার সর্বাত্মক সৌভাগ্য কামনা করছি'', বলেন সিনিয়র বিশেষজ্ঞ - ফুটবল প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট, লা লিগা এবং এলএলএফএস ইন্ডিয়ার ইনচার্জ শৌল ভাজকুয়েজ।

ম্যাচের দিনে নতুন বুট রিপোর্ট চায় এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ভুবনেশ্বরের (পিটিআই) কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ ২০২২-এ তাদের ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় (নীল) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা তাদের চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ সেশনের পরে পুরো চালানটি পৌঁছেছে, অন্তত কিছু ভারতীয় ফুটবলার মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলেছেন এমন বুট পরে যা অস্বস্তিতে ফেলেছে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) সেক্রেটারি-জেনারেল শাজি প্রভাকরণ এই জন্য মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

"এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রভাকরন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রস্তুতি নিয়ে কোনও সমস্যা আছে কিনা। তাদের মধ্যে কিছু বুট পায়নি শুনে, তিনি দলের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কর্মকর্তা বলেন, ৫ এবং তার নিচের মাপের বুট ম্যাচের দিন দেওয়া হয়েছিল। তবে কতজন এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওই কর্মকর্তা বলেন, চালানটি সড়কপথে পাঠানোর কারণে বিলম্ব হয়েছে। এটি শুনে, প্রভাকরণ দৃশ্যত বিরক্ত হয়েছিলেন এবং একটি রিপোর্ট চেয়েছিলেন। ফিফা মহাসচিব ফাতমা সামোরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে খেলায় ছিলেন প্রভাকরণ।

কর্মকর্তা বলেন, এআইএফএফ প্রতিনিধিরা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তাদের সাথে দেখা করার সময় দলটি নতুন বুট চেয়েছিল। "অবিলম্বে, সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং প্রভাকরণ বিশ্বকাপে যাওয়ার জন্য প্রায়

২০ দিনের অনুরোধে সম্মত হন। প্রভাকরণ আন্তর্জাতিক স্পোর্টসওয়্যার জায়ান্টগুলিতে তার পরিচিতিগুলি ব্যবহার করেছিলেন এবং বুটগুলি সরবরাহ করার জন্য বলেছিলেন, আলোচনার সময় উপস্থিত কর্মকর্তা একথা বলেন।

একজন খেলোয়াড়ের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাদের একটি ম্যাচে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণে অন্তত একবার এটি ব্যবহার করে ফেলা অপরিহার্য। যাতে নিয়মিত জুতোর মতো ফুটবল বুটগুলিকেও আগে ভাগে তাদের পায়ের অংশ বলে মনে হয়।

প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে প্রভাকরণ বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই গুরুতর ভুলের জন্য দায়ী করা হবে।

সৌদির কাছে হেরেও এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাম্মামের প্রিন্স মহম্মদ বিন ফাহদ স্টেডিয়ামে তাদের চূড়ান্ত যোগ্যতার ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরেছে। পরাজয় সত্ত্বেও ভারতীয় ছেলেদের দল এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৩-এ তাদের বার্থ নিশ্চিত করেছে।

দাম্মামের প্রিন্স মহম্মদ বিন ফাহদ স্টেডিয়ামে তাদের চূড়ান্ত যোগ্যতার ম্যাচে স্বাগতিক সৌদি আরবের কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরেছে। পরাজয় সত্ত্বেও ভারতীয় ছেলেদের দল AFC অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৩-এ তাদের বার্থ নিশ্চিত করেছে। টুর্নামেন্টের বাছাই পর্বে টিম ইন্ডিয়া দশটি গ্রুপে ছয়টি সেরা দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলের মধ্যে একটি হয়ে ইভেন্টে তাদের জায়গা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত তাদের আগের তিনটি ম্যাচে জিতেছিল। তারা মালদ্বীপকে ৫-০ স্কোরলাইনে পরাজিত করেছিল এবং কুয়েতকে তিনটি গোল হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের জায়গা পাকা করার দিকে এগিয়েছিল। এরপরে বিবিয়ানোর ছেলেরা জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে এবং মায়ানমারকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে। তবে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ১-২ গোলে পারিজত হতে ভারতের তরুণদের।

সৌদি আরবের দাম্মামের প্রিন্স মহম্মদ বিন ফাহদ স্টেডিয়ামে কোয়ালিফায়ারের গ্রুপ ডি ম্যাচে গ্রুপ শীর্ষস্থানীয় সৌদি আরবের বিপক্ষে ১-২ গোলে পরাজিত হয় ভারতের তরুণ দল। তবে তা সত্ত্বেও ভারত ২০২৩ এএফসি অনূর্দ্ধ ১৭

এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে বিবিয়ানোর ছেলেরা। ম্যাচের ২২তম মিনিটে সৌদির তরুণ ফুটবলার হাজির সৌজন্যে প্রথমার্ধের লিড নেয় সৌদি আরব। যেখানে হাজির নিখুঁত নীচু শটে জালের নীচের কোণে নিজের শটের ঠিকানা খুঁজে নেন। ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে হাজি তার সংখ্যা দ্বিগুণ করে সৌদি আরবের হয়ে ২-০ করেন। দেখে মনে হচ্ছিল টেবিলের শীর্ষস্থানীয় সৌদি আরব একটি ক্লিন শিট দিয়ে ম্যাচটি শেষ করবে। কিন্তু ভারতের থাংলালসুন গ্যাংতে ম্যাচের ৯৫তম মিনিটে দুর্দান্ত ফিনিশের সঙ্গে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের স্টপেজ টাইমের শেষ মুহূর্তে খেলার ফল ২-১ করেন।

মায়ানমার, কুয়েত এবং মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারত তার তিনটি গ্রুপ ম্যাচ জিতেছিল। যা ভারতীয় তরুণদের জন্য দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে জয় সরাসরি যোগ্যতা নিশ্চিত করত। বিবিয়ানো ফার্নান্দেসের দল সমস্ত গ্রুপে সেরা ছয় সেরা রানার্সআপের মধ্যে শেষ করার পর যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এই নিয়ে তৃতীয়বার এএফসি অনূর্দ্ধ ১৭ এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করল টিম ইন্ডিয়া।

পরলোকে আলিপুর বার্তার 'দাদাঠাকুর' দুর্গাদাস সরকার (১৯৪৭-২০২২)

প্রণব গুহ

নিশ্চিন্ত সাংসারিক জীবন ছেড়ে যারা প্রাণের টানে অনিশ্চিয়তার দিকে পা বাড়াতে পারেন তারাই তো অনন্য, অন্যের চেয়ে আলাদা। টালিগঞ্জ চন্দ্র মণ্ডল লেনের দুর্গাদাস সরকার ছিলেন এমনই এক অনন্য চরিত্রেরর মানুষ। প্রথম জীবনে পড়াশুনা শেষ করে গুল-কয়লার নিয়মিত রোজগার, ঘর-সংসার, প্রখ্যাত পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর চুমকি পত্রিকায় সাহিত্য চর্চার নির্বিবাদী জীবন একদিন এক অনুষ্ঠানে আলিপুর বার্তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহর কথা শুনে, গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দুর্দশা, যন্ত্রণার কথা তুলে আনতে তরুণ বাবুর সেই ডাকে ১৯৮২ সালের এক সন্ধ্যায় আলিপুর বার্তা দফতরে উপস্থিত দুর্গাদাস। সে গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় আলিপুর বার্তা, তুলে আনতে চায় তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা। সংসার ধর্ম করা নিয়মিত রোজগেরে একটি শিক্ষিত যুবককে আলিপুর বার্তা বিক্রি করে অনিশ্চয় রোজগারের পথে ঠেলে দিতে রাজি হনে না তরুণ বাবু। কিন্তু নাছোড়বান্দা দুর্গাদাস। বাধ্য হয়ে তাকে ১০০ খানা আলিপুর বার্তা দিয়ে বললেন এটা নিয়ে যাও, যেসব বাড়িতে তুমি কয়লা সরবরাহ কর সেই সব বাড়িতে ব্যবসা বজায় রেখে আলিপুর বার্তাও বিক্রি কর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরের দিনই ফের হাজির দুর্গাদাস। বলে তার সব কাগজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আরও কাগজ চাই। শুনে আকাশ থেকে পড়লেন তরুন বাবু। এভাবে একদিনে ১০০ আলিপুর বার্তার একজন বিক্রি করতে পারে, স্বপ্নেও ভাবেন নি তিনি। পরের সপ্তাহে আলিপুর বার্তার পরবর্তী সংখ্যা থেকে শুরু হল দুর্গাদাসের অজানা যাত্রা।

এরপর আর ফিরে তাকাকে হয়নি। সন্তানের মতো আলিপুর বার্তা কোলে নিয়ে ২৪ পরগনা সহ নানা জেলার ট্রেনে দেখেন নি এমন নিত্য যাত্রী দুষ্কর। সকলেই দেখেছেন এই অসাধারণ 'হকার'কে। যিনি খবরের বক্তব্য বুঝিয়ে বলছেন। অনেকটা প্রফেসরদের মতো। আবার কাগজও বিক্রি করছেন। গ্রামগঞ্জ থেকে খবর আনছেন, লিখছেন, প্রেসে বসে প্রুফ দেখছেন, কাঁধে করে কাগজ নিয়ে সেই গ্রামে বিক্রি করে আসছেন। বছরের পর বছর দুর্গাদাসের এই রুটিন দেখেছি, সঙ্গে থেকেছি। একেবারে সাধারণ পোশাকের এই মানুষটির গ্রহণযোগ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

এবছরের রিপোর্টাস মিটে পুষ্প স্তবকে সম্মান দুর্গাদাস সরকার।

এসডিও, বিডিও, রেলে ডিআরএম, চেকার, ড্রাইভার, রেলকর্মীদের সংগঠন দফতরে তাঁর অবাধ যাতায়াত। রেলভ্রমণে আমরা কেউ সঙ্গী হলে আমাদের তুলে দিত গার্ড রুমে। নিজে কামরায় কামরায় বিক্রি করছেন পত্রিকা। বাড়িতে স্ত্রী ছোট্ট কন্যাকে রেখে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন গ্রামের মানুষের বাড়িতে থেকেছেন, খেয়েছেন তাদের অতি সাধারণ আহার। মৌশুনি দ্বীপের প্রকৃতি হরিহর পাত্রের বাড়ি ছিল দুর্গাদাসের নিয়মিত আশ্রয়। সেখানে দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন রাতের পর রাত। একবার মগরাহাটে এক ডাকাতের ডেরায় গিয়ে ডাকাতির খবর বিক্রি করে ডাকাতের পরিবারে রাত কাটিয়ে এসেছিলেন। সে কাহিনী আমরা বার বার শুনতে চাইতাম দুর্গাদাসের কাছে। আমার প্রথম গঙ্গাসাগর যাত্রা দুর্গাদাসের সঙ্গে ১৯৮৪ সালে। দেখেছিলাম সেখানে প্রশাসন সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর বাড়ির সম্পর্ক।

এক অসাধারণ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন আমাদের দাদাঠাকুর। কারোর কটূক্তিতে, উপহাসে তাঁর কিছুই যায় আসতো না। সংবাদ নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক করেছি কিন্তু আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি কোনওদিন। তরুণ বাবু ২০১০ সালে চলে যাবার পর আমরা নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার উন্নতি নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করেছি। কত মানুষের সঙ্গে যে যোগাযোগ ছিল তার ইয়ত্তা নেই। সকলের সঙ্গেই আমাকে পরিচয় করে দিতে চাইতেন। সময়ের অভাবে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি অনেক সময়, কিন্তু কোনো অনুযোগ ছিল না। শেষ দিন অবধি আলিপুর বার্তায় লিখে গিয়েছেন নানা বিষয়। ফোন করলেই বাড়ি থেকে লেখা নিয়ে আসতাম। সময় থাকলে আড্ডা হত নানা বিষয় নিয়ে।

অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন দুর্গাদাস। নতুন কোন বিষয় জানতে ইচ্ছা ছিল অদম্য। আলিপুর বার্তায় যুক্ত হওয়ার স্বল্প দিনের মধ্যে দুর্গাদাসের সঙ্গে আলাপ হয় ভূবিজ্ঞানী অকৃতদার প্রফেসর রাসবিহারী শীতলা তলার পাশে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটের কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যিনি বহু আগে বলেছিলেন ভারত সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনা মরু চাষের দ্বারা আবহাওয়া পরিবর্তনের কথা। দুর্গাদাসের মাথায় ঢুকে যায় সেই তত্ত্ব। শুরু হল প্রচার। এটাই হয়ে উঠল তাঁর আলিপুর বার্তা বিক্রির প্রধান বিষয়। বিজ্ঞানীর মতো সরলভাবে বুঝিয়ে দিতেন কিভাবে চিরাচরিত মৌসুমী বায়ুর গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে। ক্রেতা থেকে বিদ্বজন সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনত সকলে। আমরা তো বিশ্বাস করি সে তত্ত্ব। পরে কাশীবাবুকে দিয়ে ধারাবাহিক লিখিয়েছে আলিপুর বার্তায়। কাশীবাবুকে যুক্ত করেছিল সমিতিতে।

দীর্ঘ অবহেলা আর অনাহারে, কাগজের প্রচারের নেশায় কখন শরীরটা ভেঙে পড়েছে খেয়ালই করেনি। নিজে কাগজ বিক্রি করতে না পারলেও খুঁজতে শুরু করে দিল বিক্রেতা। কতজনকে এনেছে তার হিসাব নেই। পরে যখন আলিপুর বার্তাকে পেশাদারী সরবরাহে নিয়ে এলাম আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল এখন যখন স্টলে স্টলে আলিপুর বার্তা ঝুলতে দেখি তখন মনে হয় আমার পরিশ্রম সার্থক। আলিপুর বার্তা বিক্রির সূত্রেই আলাপ হয় আকুপ্রেসারিস্ট তথা হোমিওপ্যাথ ডাঃ দিলীপ কুমার বর্মণের সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে বাড়িতে চেম্বার খুলল দুর্গাদাস। নিজেও আকুপ্রেসারের তত্ত্ব শিখে ফেলল অনায়াসে। শেষ জীবনে এটাকেই করে ফেলল রোজগারের হাতিয়ার। আমাদের বিনা ওষুধে রোগ সারাবার পরামর্শ দিত অকাতরে। আমরা নিয়মিত প্র্যাকটিশ করছি না দেখে রাগও করত মাঝে মাঝে।

এমন এক রঙিন জীবনের অবসান ঘটল ১২ অক্টোবর ২০২২ কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে। ২২ সেপ্টেম্বর ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। ২২ দিন ধরে ফুসফুসের সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হার মানল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক দুর্গাদাস। রেখে গেল নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাই ও নাতনি এবং সমিতি ও পত্রিকা পরিবারকে। হাসপাতাল থেকে নিথর দুর্গাদাসকে নিয়ে গাড়িটা যখন হাসপাতাল ছেড়ে পথে নামল তখন ভিড় করে এল শত শত স্মৃতি তার সামান্যই রাখতে পারলাম এই স্মৃতি চারণায়। তবে এটা বলতে পারি আর একটা দুর্গাদাস খুঁজতে বহু বছর কাটাতে হবে আমাদের কারণ এখন ক্ষ্যাপা বাউল মনের মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মান।

দুর্গা দা রা মরে না

ড. দীপক কুমার বড় পান্ডা

শুধু একটা পত্রিকা কে ভালোবেসে বেঁচে থাকা যায়, এটা দুর্গা দাস সরকার কে না দেখলে বুঝতাম না। জঙ্গিপুরের দাদা ঠাকুরের কথা আমরা বই তে পড়েছি, তাঁকে তো আর দেখিনি। দেখেছিলাম দুর্গা দা কে। নয়ের দশকের প্রথমের দিকে আমরা আলিপুর বার্তা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলাম তারা দেখতাম, পত্রিকা যা ছাপা হত তা জেলার প্রত্যন্ত জায়গায় পৌঁছে যেত এবং তরতাজা একটা ফিডব্যাক পাওয়া যেত। কী লেখা দরকার সবটা জানা যেত। তার পুরো কৃতিত্ব ছিল এই দুর্গা দার। তিনি ট্রেনে বাসে পত্রিকা বিক্রি করার পাশাপাশি নানা বিষয়ে লিখতেন। জলবায়ু নিয়ে তাঁর ক্ষুরধার লেখা খুব পপুলার ছিল। এই বিষয়ে সাঙ্ঘাতিক ডেডিকেশন আমাদের সবার নজর কাটত। তিনি শুধু তো লিখতেন না, চলন্ত ট্রেনে শিক্ষক দের মত বোঝাতেন। একবার আমার এক বন্ধু কন্যা জিজ্ঞেস করল, কাকু তোমাদের ওই অধ্যাপককে আর ট্রেনে দেখি না কেন? ভালো লেগেছিল সেই কথা। ট্রেন দৌড়চ্ছে, দুর্গা দার বক্তৃতাও চলছে। এক জলবায়ু এক্সপার্ট গোটা ট্রেনকে ভাবিয়ে তুলেছেন। বক্তৃতা শেষ, আলিপুর বার্তা পত্রিকাও।

আমাদের প্রথাগত ধ্যান ধারণার অনেক উর্ধ্বে বাস করতেন তিনি। কোনো গ্লানি তাকে স্পর্শ করেনি কোনোদিন। তাই আপাত ভাবে তিনি হকার হলেও, সবার কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন। গঙ্গা সাগর মেলায় গিয়ে দেখেছি জেলাশাসক থেকে মন্ত্রী সবাই দুর্গা দাকে খাতির করছেন। বিভিন্ন সংস্থা গুরুত্ব দিচ্ছেন। আলিপুর বার্তার ঘোড়ায় চেপে এই সম্মান তিনি আদায় করেছিলেন। দুর্গা দা কে আলিপুর বার্তার প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহ এনেছিলেন। তবে তরুণ বাবুর মৃত্যুর পরও দুর্গা দার গুরুত্ব কমে নি। আলিপুর বার্তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সাবেকি ধ্যানধারণার বদলে ডিজিটাল যুগ এসেছে, সেই বদলে দুর্গা দার জায়গা অবিকল আগের মত থেকেছে। বর্তমান পরিচালক প্রণব দা (গুহ) সেই পরম্পরা ধরে রেখেছিলেন। তাই ঘোষণা করতেন, দুর্গা এবার বলবে! লোকটা বলতে ভালোবাসত। আর তো সে বলবে না। আমরা তরুণ বাবুর আমলের লোকেরা বড় একা হয়ে যাচ্ছি।

দুর্গা দা

অরুন লোধ

মা জননী মা দুর্গা আমাদের সন্তানদের ছেড়ে কৈলাসের স্বর্গে মা যখন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় আমাদের আলিপুর বার্তা খবরে কাগজের সবচেয়ে পুরনো সাংবাদিক দুর্গা দাস সরকার আমাদের ছেড়ে আজ স্বর্গের পথে পা দিলে আপনি যেখানেই থাকুন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, আপনার মত মানুষ যেন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং ওনার পরিবারকে সমবেদনা। এবং ভালোবাসা জানালাম।

স্মরণ সভা

সদ্য প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক দুর্গাদাস সরকারের স্মরণে আগামী ১৬ অক্টোবর রবিবার ২০২২ সকাল ১১টায় সামালি বিবেক নিকেতনে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সকলকে স্বাগত।

দুঃসাহসী সংবাদ লিখে গেছেন

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

১২ অক্টোবর ভোর রাতে আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক (৭৫) দুর্গাদাস সরকার না ফেরার দেশে চলে গেলেন। এক সময় আলিপুর পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের সময় তিনি দাদাঠাকুরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পূর্বতন সম্পাদক প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহের হাত ধরেই তিনি আলিপুর বার্তা পরিবারে আসেন। আগে যখন আলিপুর বার্তা ট্যাবলয়েড সাইজের ছিল তখন থেকেই বহু দুঃসাহসী সংবাদ জীবন বিপন্ন করেও লিখে গেছেন। রাজনৈতিক কিংবা আর্থিক চাপ অগ্রাহ্য করে গেছেন আজীবন। এক উপন্যাসের মতো তার জীবন। প্রায় দু'দশক আগে এক সময় অনিটা-এমিলি মিথ্যাচার নিয়ে অনেকগুলি সংখ্যায় একের পর এক প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছিলাম তৎকালীন দাবিদার পরিবারের এক মহিলা সাংসদকে। দুর্গাদা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ নিয়ে

বিভিন্ন স্টেশনে ফেরি করেছিলেন সেই সংখ্যাগুলি কারণ মেইনস্ট্রিম মিডিয়া তখন ভয় পেত মুখ খুলতে অনেকটা আজকের মতই। ঘটনাচক্রে আগামিকালই (ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবস) ৫৭ বছরের যাত্রা শুরু করবে আলিপুর বার্তা পত্রিকা। দুর্গাদার চলে যাওয়া একটা যুগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ভর্তি হয়েছিলেন বাঙ্গুরে গত ২২ সেপ্টেম্বর। আজ দুপুরে শেষ দেখা হল। কালীঘাটের কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লীন হলেন টালিগঞ্জের চারুমার্কেট নিবাসী দুর্গাদাস সরকার, আর কোনদিন নানা ইস্যুতে, বিশেষ করে নেতাজি প্রশ্নে তার টেলিফোন পাবনা...।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com